NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নকশি কাঁথা, মিঠে রোদ আর পৌষের পিঠেপুলি

সুমিত নাগাল এক ম্যাচ জিতেই পাচ্ছেন ১.৩০ কোটি ৮

কলকাতা ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ ২ মাঘ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 17.1.2024, Vol.17, Issue No. 216, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন গঙ্গাসাগর মেলা, কর্মীদের সম্মানিত করবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের সার্বিক উদ্যোগে এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। এক কোটির উপরে পুণ্যার্থীর আগমনে জনসমাগমের নিরিখেও অতীতের অনেক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলা। রাজ্য প্রশাসনের যে সমস্ত কর্মী এই মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে দিনরাত এক করে কাজ করেছেন তাদের এবার সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার নবান্নে জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের সম্মানিত করবে রাজ্য সরকার। পুলিশ কর্মী থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবক সকলকেই আনা হবে এই পুরস্কারের আওতায়। তাদেরকে নিজেদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ শংসাপত্র দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে। এ বছর রাজ্য সরকার ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন করেছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ৩৫ হাজারের বেশি কর্মী মেলা আয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৪ হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গনে। ২৪০০ জন সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের জল প্রহরী তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিমুহূর্তে সজাগ ছিলেন গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গনে। এবার এদের সকলের প্রয়াসকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কুনোয় অব্যাহত চিতা মৃত্যু

কুনো, ১৬ জানুয়ারি: নামিবিয়া থেকে আনা আরও একটি চিতার মৃত্যু হল মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে। ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে এই নিয়ে মোট ১০টি চিতার মৃত্যু হল কুনোতে। কুনো জাতীয় উদ্যানের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর সওয়া ৩টে নাগাদ শৌর্য নামে নামিবিয়ার একটি চিতার মৃত্যু হয়েছে। সকাল ১১টা নাগাদ প্রাণীটির মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার পরই সেটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে বেহুঁশ করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় চিতাটির। কী কারণে চিতার মৃত্যু হল ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই তা জানা যাবে বলে এক বনাধিকারিক জানিয়েছেন।

মানকে প্রাণনাশের হুমকি পান্নুনের

চণ্ডীগড়, ১৬ জানুয়ারি: সাধারণতন্ত্র দিবসেই খুন হবেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। রাম মন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে যখন দেশ থেকে গোটা বিশ্ব মাতোয়ারা, তখন এমনই হুঁশিয়ারি এল। খলিস্তানি জঙ্গি গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুন এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সাধারণতন্ত্র দিবসের ১০ দিন আগে খলিস্তানি জঙ্গি নেতার এই হুঁশিয়ারিতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে। পঞ্জাবের আপ মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের প্রাণনাশের হুমকির পরই নড়েচড়ে বসেছে পঞ্জাব প্রশাসন। খবরটি নিশ্চিত করে পঞ্জাব পুলিশ জানায়, খলিস্তানি জঙ্গি পান্নুন সমস্ত গ্যাংস্টারদের একত্রিত হয়ে আগামী ২৬ জানুয়ারি আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের উপর হামলা চালানোর আবেদন জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, খলিস্তানি জঙ্গিনেতা পান্নুনের ভারতীয় নেতা বা সংস্থার বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিনেই সম্প্রীতি মিছিলের ডাক মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামমন্দির উদ্বোধনের দিন কলকাতায় সম্প্রীতি মিছিলের ডাক দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, আগামী ২২ জানুয়ারি তিনি কলকাতায় সংহতি মিছিল করবেন। অর্থাৎ রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিনেই কলকাতায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা তুলে ধরতে সমাজের সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে সংহতি মিছিল করবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন দক্ষিণ কলকাতার হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত তিনি মিছিল করবেন। ছুঁয়ে যাবেন ওই এলাকার মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরুদ্বারা। বিকাল ৩টের সময় হবে সেই মিছিল। পার্ক সার্কাসে মিছিল শেষে সভাও হবে। সেই মিছিলে যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী এদিন সমাজের সব ধর্মের মানুষকে আহ্বাণ জানিয়েছেন। কার্যত সেই দিন থেকেই যে মমতা ২৪-এর ভোটের দামামা বাজাতে রাজপথে নেমে পড়ছেন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রামমন্দির উদ্বোধনকে ঘিরে গেরুয়া শিবিরে তুঙ্গে উঠেছে প্রস্তুতি। একই সঙ্গে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেছেন দেশের ৪ প্রান্তের ৪ শঙ্করাচার্য। তাঁরা রীতিমত সেই অনুষ্ঠান বয়কটের ডাক দিয়েছেন। এই আবহেই ২২ জানুয়ারি কলকাতায় সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছেন যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন তৃণমূলের প্রতিটি নেতাকর্মীকে জানিয়েছেন, কলকাতায় ২২ জানুয়ারি যখন সংহতি মিছিল হবে তখন রাজ্যের ব্লকে ব্লকে করতে হবে সম্প্রীতি মিছিল।

এদিন মমতা অবশ্য এটাও জানিয়েছেন, তিনি রামমন্দিরের উদ্বোধনের বিরোধিতা করে পাল্টা কিছু করছেন না। রামমন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে তিনি সাধুসন্তদের কথা শুনছেন। তাঁর অভিমত, 'মনে রাখবেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ২৩ তারিখ নেতাজির জন্মদিন। সেই কারণেই তার আগের দিন আমি কলকাতায় সংহতি মিছিল করছি আর ব্লকে ব্লকে হবে সম্প্রীতি মিছিল। এর সঙ্গে রামমন্দিরের কোনও সম্পর্ক নেই।' যদিও ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে গোটা দেশের নতুন করে অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে। সম্ভবত সেই কথা মাথায় রেখেই সব ধর্মের মানুষদের নিয়ে কলকাতায় সংহতি মিছিলের আর রাজ্যের ব্লকে ব্লকে সম্প্রীতি মিছিল করার কথা ঘোষণা করেছেন নেত্রী।

'রক্ত থাকতে দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙতে দেবো না' রেলকে হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জোকা-ধর্মতলা ও দক্ষিণেশ্বর-ব্যারাকপুর মেট্রোরেল সম্প্রসারণ নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। সম্প্রতি জোকা- ধর্মতলায় মেট্রো প্রকল্পের জন্য আলিপুর বডিগার্ড লাইনসের জমি চেয়ে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে রাজ্যের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের সম্প্রসারণের জন্য দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকের একাংশ ভেঙে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে রাজ্যকে রেল ফের চিঠি দিয়েছে। যদিও এই দুই ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ অনমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে। কোনওভাবেই দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভাঙতে দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'শেষ রক্তবিন্দু থাকতে দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না।'

প্রয়োজনে ওই স্কাই ওয়াকের ওপর দিয়ে মেট্রো রেলের লাইন নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বডিগার্ড লাইনসের জমিও রেলকে দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়েছে। বিকল্প হিসেবে নবান্নের বক্তব্য, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকের ওপর দিয়ে লাইন নিয়ে যাক রেল। অন্যদিকে, বডিগার্ড লাইনসের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে রেলের বক্তব্য তারা নতুন বিল্ডিং করে দেবেন পুলিশের জন্য। সে কথা মানতে নারাজ রাজ্য। তাদের বক্তব্য বডিগার্ড লাইনস-এর পাশেই রয়েছে সেন্ট থমাস স্কুল। তাদের প্রচুর জমি রয়েছে। এমনকী, সেনার জমি রয়েছে বডিগার্ড লাইনস-এর পাশে। সেখান দিয়েই জোকা মেট্রোর জন্য লাইন নিয়ে যাক রেল।

এদিন নবান্নে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এদের ঔদ্ধত্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই! হাত দিচ্ছে কোথায়? হাত দিচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে! ক'দিন বাদে বলবে কালীঘাটটা দিয়ে দাও! শুনব না। যদি আমাকে বলে নাখোদা মসজিদ ভেঙে দাও আমি থোড়াই শুনবো? এগুলো আমি মানতে বাধ্য নই। মানবো না। যদি ওদের কোনওরকম জট হয় সেই জট আমি দূর করব। দরকারে আমার সঙ্গে বসুন। আমি অন্য রুট দেখিয়ে দেব। রুট বদলাতে সাহায্য করব। এমন আগেও অনেক করেছি। আমি দীর্ঘদিন রেল মন্ত্রক সামলেছি, কোনও সমস্যা হলে কী ভাবে তার সমাধান করতে হয়, তা আমি জানি। তবে শুধু ম্যাপ নিয়ে বসলে হবে না। সরেজমিনে সার্ভে করতে হবে। তার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

প্রসঙ্গত, দক্ষিণেশ্বর মেট্রো সম্প্রসারণের জন্য জমি চেয়ে আগেই আবেদন করেছিল রেল। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণেশ্বর মেট্রোয় রেক ঘোরানোর জায়গা নেই। ফলে ডাউন প্ল্যাটফর্মে যাত্রী নামিয়ে রেল ফের নিয়ে আসতে হয় বরানগরের দিকে। সেখান থেকে লাইন বদল করে আপ লাইনে যেতে হয়। তারপর যাত্রী নিয়ে দমদমের উদ্দেশ্য মেট্রো ছাড়ে।

এই পরিস্থিতিতে প্রায় ১০ মিনিট সময় নষ্ট হয়। সেকারণেই রাজ্য সরকারের কাছে ৮০ মিটার জমি চাওয়া হয়। যদিও দ্বিতীয় চিঠিতে রেল জানিয়েছে, ৮০ মিটারের বদলে ৬০ মিটার জমি হলেও চলবে।

'স্কাইওয়াক ভাঙার কথা গুজব', দাবি রেলকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেদের অবস্থান থেকে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গেল রেল। দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙার কথা রেল কখনও বলেইনি। গুজব ছড়িয়েছে। সম্প্রতি খবর ছড়ায় কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর রুটে মেট্রো পরিষেবা আরও মসৃণ করতে কিছুটা জমি চেয়েছে। তাতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের স্কাইওয়াকের একাংশ ভাঙা পড়তে পারে। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শেষ রক্তবিন্দু থাকতে স্কাইওয়াক ভাঙতে দেবেন না। এর পরই রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টিকে গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া হল। এদিন মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে রেলের কোনও বক্তব্য নেই। তবে দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক ভাঙা হবে সেকথা রেল কখনও বলেনি। এটা একটা গুজব ছড়িয়েছে।' তিনি আরও জানান, 'আমাদের ওখানে কিছুটা এয়ার স্পেস দরকার একটা ক্রসওভার বানানোর জন্য। তার জন্য কটা পিলার বানাতে হবে। স্কাইওয়াক ভাঙার কোনও ব্যাপার নেই।'

দুয়ারে কর্মসূচিতে 'বঞ্চিতদের' জন্য এবার একটি নয়া কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা রাজ্যবাসীর আরও নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কর্মসূচি ইতিমধ্যেই ব্যাপক সারা ফেলে দিয়েছে রাজ্যে। এমনকী, বাইরের রাজ্যেও চর্চা হয় এই কর্মসূচি নিয়ে। এবার দুয়ারের সরকার ছাড়াও আরও একটি সরকারি কর্মসূচির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পোশাকি নাম দিয়েছেন 'জনসংযোগ কর্মসূচি'। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে গিয়েও যাঁদের কাজ হয়নি, তাঁদের জন্য এই বিশেষ সুবিধা আনছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যবাসী এবার নিজেদের সমস্যা বা অভিযোগের কথা জানাতে পারবেন এই জনসংযোগ কর্মসূচির ক্যাম্পে।

নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন নতুন এই জনসংযোগ কর্মসূচির কথা। জানালেন, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি পোলিং স্টেশন অনুযায়ী হবে এই নতুন কর্মসূচি। প্রতিটি জায়গায় তিন জন করে সরকারি অফিসার বসবেন।

রাজ্যে তো দুয়ারে সরকার রয়েছে। তারপরও কেন এই কর্মসূচির ঘোষণা করছে রাজ্য সরকার?

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'অনেকে ব্লকে যেতে পারেন না। দুয়ারে সরকারে হয়ত গিয়েছেন, কাজটা হয়নি। নীচুতলায় কিছু লোক তো আছে, আপনারা জানেন। উপর তলায় যেমন একাংশ আছেন, নীচু তলাতেও একাংশ আছেন। কাজ না করে মানুষকে বার বার করে ঘোরান। তাই আমরা আবার পাড়ায় পাড়ায় সমাধানের মতো প্রতিটি পোলিং স্টেশন অনুযায়ী তিন জন করে অফিসার বসবেন।'

ন্যায় যাত্রায় বার্তা রাহুলের

কোহিমা, ১৬ জানুয়ারি: ঠিক ১১ মাস আগে সে রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ৬০টি আসনের একটিতেও জিততে পারেনি কংগ্রেস। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সেই নাগাল্যান্ডে মঙ্গলবার রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র তৃতীয় দিনে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়।মণিপুর থেকে শুরু হয়ে সোমবার রাহুলের দ্বিতীয় দিনের যাত্রা শেষ হয়েছিল নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমার অদূরে বিশওয়েময়। মঙ্গলবার সকালে সেখান থেকে নাগাল্যান্ডের 'ওয়ার মেমোরিয়াল'-এ। শহিদ সেনাদের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে। সকাল সাড়ে ৯টায় কোহিমার ইন্দিরা গান্ধি স্পোর্টস স্টেডিয়ামে জনসভা করেন তিনি। দুপুরে চিয়েফোবোজু এবং বিকেলে রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ওখাতেও রাহুলের জনসভা ছিল। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রতিটি জায়গাতেই দেখা গিয়েছে বিপুল জনসমাগম।

স্ত্রীকে ছয় টুকরো করে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের স্ত্রী কে ছয় টুকরো করে খালের জলে ফেলে দিয়ে ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা স্বামীর। মৃতের নাম সায়রা বানু (৪৫)। নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যমগ্রাম থানার উত্তর জোজরা এলাকায়। ৭ দিন পর গঙ্গানগর খাল থেকে দেহের একাংশ উদ্ধার করল মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। এখনও দুটি পা, দুটি হাত ও মাথা এখনও পাওয়া যায়নি। বছর ৫৫-এর স্বামী নুরউদ্দিন মণ্ডল বর্তমানে পুলিশের তত্ত্বাবধানে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনাকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেসের মুখ শর্মিলাই

ফাইল চিত্র

অমরাবতী, ১৬ জানুয়ারি: দলে যোগ দিয়েই অন্ধ্রের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন জগন মোহন রেড্ডির বোন শর্মিলা। গত সপ্তাহেই দাদা জগন মোহন রেড্ডির দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন নেত্রী।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে কংগ্রেসে যোগ দিয়েই শর্মিলা জানিয়েছিলেন, রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্যই দলে যোগদান করেছেন। শোনা গিয়েছিল, কংগ্রেসে যোগ দিলেই বড় কোনও পদ পেতে পারেন শর্মিলা। সেই মতোই প্রদেশ সভাপতির পদ পেলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএসআর রেড্ডির কন্যা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গেরুয়া রং করা মানবো না, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেরুয়া রং ও লোগো রাজ্য মানবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রতিটা রাজ্যকে কেন্দ্রের তরফ থেকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গেরুয়া রং ও কেন্দ্র নির্ধারিত লোগো ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের বক্তব্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চলে রাজ্যের টাকায়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বয়ং শাসিত। সেখানে সরকার অযথা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের এই নির্দেশিকা মানার অর্থ কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করার একটা চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন, 'কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই মানা সম্ভব নয়। রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অফিসের রং পরিবর্তন করে গেরুয়া করে দিচ্ছে। রেলস্টেশন মেট্রো স্টেশনে রং পরিবর্তন করে গেরুয়া করে দিচ্ছে। কোনও কিছুই মানছে না।'

তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলো কেন্দ্রের এই আচরণে বিরুদ্ধে সব সময় ক্ষোভ প্রকাশ করে এসেছে। এবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রের নির্দেশ মানা সম্ভব নয়। তবে এখনো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই নিয়ে কোনও উত্তর আসেনি।

বিমানবন্দরে 'ওয়ার রুম'

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি: বিমান বিভ্রাট কাটাতে সোমবারের পর মঙ্গলবারেও একটি নির্দেশিকা জারি করল ডিজিসিএ।

এদিন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কুয়াশার জেরে অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল ও বিলম্বের লাগাতার ঝঞ্জাট সামলাতে নয়া 'অ্যাকশন প্ল্যান' ঘোষণা করলেন।

যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে মন্ত্রকের তরফে। ছয়টি অ্যাকশন প্ল্যানের কথা এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। যাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যে কোনও সমস্যার সমাধান করা যায়।

দার্জিলিঙের একাধিক জায়গায় শুরু তুষারপাত

গ্যাংটক, ১৬ জানুয়ারি: ফের তুষারপাত দার্জিলিং বেজায় খুশি পর্যটকেরা। টুমলিং থেকে সিঙ্গলিলা, তুষারপাত দেখতে পর্যটকদের জমজমাট ভিড় দেখা গিয়েছে মঙ্গলবার বেলার দিকে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দিনের বেলাতেই অন্ধকার নেমেছিল। বেলা গড়িয়েছে। কিন্তু সূর্যের দেখা মেলেনি। মকরসংক্রান্তির পর পাহাড়ে এটাই হয়ত মরশুমের অন্যতম শীতল দিন। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি-সহ দার্জিলিংয়ের সুখিয়াপোখরি এবং একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। তাতে ঠান্ডার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মাঝেই শুরু হয়েছে তুষারপাত। মঙ্গলবার সকালেই উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় তুষারপাত শুরু হয়েছে।

খানিকটা বেলা গড়াতেই দার্জিলিংয়ের সন্দাকফু, টুমলিং, মেঘমা, সিঙ্গলিলা ন্যাশনাল পার্ক-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী তুষারপাত হয়েছে। সারাদিনই বরফ পড়েছে। পুরু সাদা চাদরে ঢেকে গিয়েছে দার্জিলিঙের বিস্তীর্ণ এলাকা।

সিকিম আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর ডক্টর গোপীনাথ রাহা বলেন, 'মঙ্গলবার সিকিম-সহ দার্জিলিঙের সান্দাকফুতে তুষারপাত হয়েছে। সুখিয়াপোখরি এলাকায় খানিকটা বৃষ্টিও হয়েছে। নাথুলা সংলগ্ন এলাকায় ভারী বরফপাত হয়েছে। জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির পাশাপাশি স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া এখন। এই রকম আবহাওয়া আরও দুই থেকে তিন দিন বজায় থাকবে।' মঙ্গলবার দার্জিলিং পাহাড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১০.৯ ডিগ্রি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Md. Aziz Sk D.O.B. 7-6-89 EPF নথিতে আমার নাম ভুলবশতঃ Mr. Md. Arif Sk, D.O.B. 6-7-90 আছে। ১২-১২-২৩ কৃষ্ণনগর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট Md. Aziz Sk ও Mr. Md. Arir Sk একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি ONIMA RANI, জন্ম তারিখ ২৫-০৪-১৯৫২,স্বামী-বিশ্বনাথ ঘোষাল, গ্রাম+পোস্ট -দাসকলগ্রাম, থানা -কির্ণাহার (পূর্বে নানুর), বীরভূম। বিভিন্ন জায়গায় ভুলবশত আমার নাম ANIMA GHOSHAL ও জন্ম তারিখ ১৩-১০-১৯৬০ হওয়ায়, গত ০৯-০১-২০২৪ তারিখে বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্র 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে ONIMA RANI জন্ম তারিখ ২৫-০৪-১৯৫২ ও ANIMA GHOSHAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Mamta Agarwal, W/o Late Subhash Agarwal residing at 20, Shantikunj, Round Tank Lane, Block-H 304, Howrah-711101, do hereby Solemnly affirm and declare Before The Notary Public at Kolkata by Affidavit No. 91AB724058 Date 12th Jan 2024, That my name is Mamta Agarwal. That I declare Mamta Agarwal and Mamta Devi Agrawal are the same and one identical person.

NOTICE

My property deed, bearing number 327 for the year 1996, registered at A.D.S.R.O Bidhannagar in the name of Mrs. Manasi Chatterjee, wife of Mr. Anup Chatterjee, residing at P-239, Laketown Vasundhara Apt., Block: B, Kol: 89, has been lost in the Salt Lake Karunamoyee area. A General Diary entry, with number G.D.E. 711/24 dated 12.1.24, has been lodged at Bidhannagar East P.S. If anyone has found the aforementioned deed, please contact me within 15 days at the above-mentioned address. Contact:-9920888830.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ই জানুয়ারি। বুধবার, ২রা মাঘ। সপ্তমী তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্রর মহাদশা ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন ।বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর, বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন ,তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন। পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ। আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্লপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ ।আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল ,কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে। বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

**(নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু র অন্তর্ধান দিবস।
গুরু গোবিন্দ সিং র ভূমিষ্ঠ তিথী।
মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের প্রয়ান দিবস।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী

গত 16/01/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 82 নং এফিডেভিট বলে আমি Pritam Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Madhusudan Ghosh ও N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 689 নং এফিডেভিট বলে আমি Manas Kanti Mitra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mrityunjay Mitra ও M. G. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 352 নং এফিডেভিট বলে আমি Rani Chandra Dey & my mother Patul Dey (old name) R/o. Chinsurah Station Road Pallyshree, Chinsurah R.S., Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Roni Chandra Dey & my mother Putul Dey (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rani Chandra Dey & Roni Chandra Dey S/o. Rabin Chandra Dey and my mother Patul Dey & Putul Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 05/01/24 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 265 নং এফিডেভিট বলে Sourab Mukherjee S/o. Satyaranjan Mukherjee ও Saurabh Mukherjee S/o. S. R. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 684 নং এফিডেভিট বলে Dipankar Ghosh S/o. Mritunjay Ghosh ও Dr. Dipankar Ghosh S/o. M. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 11/01/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 03 নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjoy Nandy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhananjoy Nandi ও Lt. D. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 771 নং এফিডেভিট বলে Sanjib Kumar Bhawal S/o. Anjan Bhawal ও Sanjib Bhowal S/o. A. Bhowal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 08/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 333 নং এফিডেভিট বলে Sunil Kumar Dutta S/o. Kalipada Dutta ও Sunil Dutta S/o. K. P. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 773 নং এফিডেভিট বলে আমি Somenath Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Mukherjee ও D. N. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 769 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sorab Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nasirudin Miya ও Mohammad Nasir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 770 নং এফিডেভিট বলে Debasish Chakrabortty S/o. Dilip Chakrabortty ও Debasish Chakraborty S/o. D. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

নাম -পদবী

গত 16/01/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 365 নং এফিডেভিট বলে আমি Tara Mallik S/o. Dashu Mallik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Manik Mallik S/o. Tara Mallik, Manik Dom (Mallik) S/o. Tara Dom (Mallik) ও Manik Dom S/o. Tara Dom সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 768 নং এফিডেভিট বলে Avijit Roy S/o. Amarendra Nath Roy ও Abhijit Roy S/o. A. N. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 773 নং এফিডেভিট বলে Nasiruddin S/o. Gapphar ও Md. Nasiruddin S/o. A. G. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 775 নং এফিডেভিট বলে Mohammad Rafik S/o. Sk. Abdul Rauph ও Md Rafik S/o. A. Rouf সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 776 নং এফিডেভিট বলে আমি Tamal Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kandan Chandra Ghosh ও K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 11/01/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 187 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhra Jyoti Sen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shankar Jyoti Sen ও S. Sen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 15/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 772 নং এফিডেভিট বলে Bishnu Ghosh S/o. Naresh Chandra Ghosh ও B. Ghosh S/o. N. C. Ghosh, Naresh Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

মার্চেই রাজ্যের ৫ রাজ্যসভা সাংসদের আসনে নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ৫ রাজ্যসভা সাংসদদের মেয়াদ আগামী এপ্রিল মাসে শেষ হচ্ছে। মার্চ মাসেই এই আসনগুলিতে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নাদিমুল হক, আবির রঞ্জন বিশ্বাস, সুভাশিষ চক্রবর্তী, শান্তনু সেনের রাজ্যসভা সাংসদ পদের মেয়াদ আগামী ২ এপ্রিল শেষ হচ্ছে। এছাড়া কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিংভির মেয়াদ ও শেষ হচ্ছে ওই দিনই। সংখ্যা গরিষ্ঠতার নিরিখে তৃণমূলের ৪ প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। পঞ্চম আসনটি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রয়েছে। গতবার ওই আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে বিজয়ী হন অভিষেক মনু সিংভি। এবার প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা বাড়ায় তাঁরা পঞ্চম আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধানসভা সূত্রের খবর, বর্তমানে খাতায়কলমে তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা ২১৬। এছাড়া অন্য দল থেকে আসা বিধায়ক মিলিয়ে সেই সংখ্যা ২২৫। সেক্ষেত্রে বিধায়কের সংখ্যার নিরিখে চারটি আসনে তৃণমূল প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। রাজ্যে বিজেপির যেহেতু ৬৭জন বিধায়ক রয়েছে তাই একটি আসন বিজেপি প্রার্থী দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই প্রশ্ন উঠছে অভিষেক মনু সিংভিকে নিয়ে। গতবার কংগ্রেসের প্রার্থী সিংভিকে সমর্থন জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ফের তাঁকে প্রার্থী করবে কিনা বা সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস কি অবস্থান নেবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। লোকসভা ভোটের আসন ভাগাভাগি নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি প্রদেশ কংগ্রেস। তৃণমূল ইতিমধ্যে দুটি আসন ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। আসন ভাগাভাগি নিয়ে প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলতে রাজ্যে এসেছিল এআইসিসি প্রতিনিধি দল।

বঙ্গ কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যে কংগ্রেসে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শাসকদলের হাত ধরলে চলবে না। তাই লোকসভা ভোটে যদি তৃণমূলের হাত না ধরে কংগ্রেস তবে তার প্রভাব রাজ্যসভার ভোটে পড়তে পারে। যদিও অভিষেক মনু সিংভির সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক ভাল। আইনজীবী সিংভি তৃণমূল হয়ে মামলাও লড়েন। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠাতে গররাজি হবে না দল। আবার দলের একাংশের মতে, অন্য দলের প্রার্থীকে সমর্থন না করে নিজের প্রার্থী সেখানে দেওয়া উচিৎ।

ব্যারাকপুর বড় কাঠালিয়ায় পঞ্চাননের পুজোয় সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৩০০ বছরের প্রাচীন ব্যারাকপুর বড় কাঠালিয়া দক্ষিণ পাড়ার বাবা পঞ্চানন মন্দির। কথিত আছে, বাবা পঞ্চাননের কৃপায় নাকি ভক্তদের সমস্ত মনোষ্কামনা পূরণ হয়। তাই প্রতি বছর পয়লা মাঘ বাবার বাৎসরিক পুজানুষ্ঠানে ভক্তরা এখানে ভিড় জমান। বাবা পঞ্চানন সমিতির উদ্যোগে মঙ্গলবার বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান করা হল। বাৎসরিক পুজোয় এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সাংসদ বলেন, 'ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম এখানকার মানুষজন যাতে খুব ভালো থাকেন। তবে দেখলাম মনের কামনা পূরণে ভক্তরা অনেকেই দণ্ডিও কাটলেন।' সাংসদ ছাড়াও এদিন বাবা পঞ্চানন মন্দিরের পুজোয় হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস ও শিউলি পঞ্চায়েতের প্রধান অরুন ঘোষ প্রমুখ।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'শ্রীচৈতন্যদেবের ভালোবাসার আদর্শকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।' শ্রীচৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর ১৫০তম আবির্ভাব তিথিতে এমনটাই জানিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী। প্রসঙ্গত, ১৩জানুয়ারি কলকাতার তপন থিয়েটারের সভাগৃহে শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর পরিচালনায় ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর সার্ধশতবর্ষ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এদিন সকালে বিশাল এক শোভাযাত্রা কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে অনুষ্ঠানস্থলে আসে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় ও আইনজীবি প্রদীপ কুমার দত্ত, চঞ্চলকুমার দত্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পার্থসখা দত্ত, অশোককুমার দাসঅধিকারী, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, শঙ্কর আচার্য, ডঃ বিবেক দত্ত এবং সন্ন্যাসী পুরী মহারাজ,বৈষ্ণব মহারাজ প্রমুখ।

নৈহাটির রামচন্দ্রপুরে দুই সন্তানকে 'খুন' করে 'আত্মঘাতী' স্কুল শিক্ষক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুই সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী শিক্ষক! নৈহাটির শিবদাসপুর থানার মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর হাজরাতলা গ্রামে একইসঙ্গে তিন জনের দেহ উদ্ধারে এমন তত্ত্বই উঠে আসছে। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বুদুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত শিক্ষকের নাম জ্যোতিপ্রকাশ মণ্ডল (৪৫)। তাঁর দুই সন্তান জয়মাল্য মণ্ডল (৬) ও লাজবন্তী মণ্ডল (৯)-এর দেহ উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় এক ব্যক্তি চাষের জমিতে যাচ্ছিলেন। সেইসময় সেলো মেশিন ঘরের পাশে ছোট্ট ডোবায় দুটি বাচ্চাকে তিনি ভাসতে দেখেন। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরে স্থানীয়রা দেখেন সেলো মেশিন ঘরে বাঁশের আড়ার সঙ্গে দুই বাচ্চার বাবা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। শিবদাসপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

কল্যাণীর গয়েশপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন মৃত জ্যোতিপ্রকাশ। স্থানীয়দের দাবি, শিক্ষকের সঙ্গে গ্রামের এক মহিলার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তা নিয়েই নিত্যদিন দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকতো। বাসিন্দাদের ধারণা, দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে ওই ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃতের পড়শি মধু সরকার বলেন, 'বহুদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রী-র মধ্যে গন্ডগোল চলছিল। কিন্তু ফুটফুটে দুই সন্তানকে মেরে ফেলা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না।' মৃতের স্ত্রী লাবনী মণ্ডল বলেন, তাঁর ঠাকুরমা মারা গিয়েছিলেন। ঠাকুরমার অন্তেষ্টিক্রিয়া সারতে তিনি সোমবার দুপুরের পর বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে এতবড় ঘটনা ঘটে যাবে, তার বিন্দুমাত্র তিনি টের পাননি।

লাবনী বলেন, 'আমাদের বাগানে গ্রামের এক মহিলা কাজ করেন। স্বামীকে বলেছিলাম ওনাকে ছাড়িয়ে একজন ছেলেকে কাজে রাখতে। এটা বলাতেই তাঁর সঙ্গে স্বামী চূড়ান্ত অশান্তি শুরু করে।' লাবণীদেবীর অভিযোগ, স্বামী নাকি তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছিল। স্বামীর তাণ্ডবে কয়েকদিন তিনি হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন। যদিও জ্যোতি প্রকাশের মা অনিমা মণ্ডলের দাবি, ছেলের সঙ্গে গ্রামের অন্য মহিলার সম্পর্কের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে বউমা মিথ্যা সন্দেহে ছেলের সঙ্গে অশান্তি করত। একই পরিবারের তিন জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুদুরিয়া গ্রাম। ঘটনার তদন্তে শিবদাসপুর থানার পুলিশ।

বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা করা নিয়ে চার খণ্ডের গবেষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত সপ্তাহেই বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, তামিল, সংস্কৃত, তেলুগু, মালয়ালাম, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাগুলো ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। আড়াই হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষার বিবর্তন হয়েছে। প্রামাণ্য গবেষণা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠানোর কথাও সেদিন জানিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন, বাংলাকে ক্লাসিক্যাল ভাষা বা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছেন তিনি।

সেই সাংবাদিক সম্মেলনের পাঁচ দিনের মাথায় চার খণ্ডের গবেষণাপত্র নিয়ে ফের নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, চার খণ্ডে গবেষণাপত্র দেখানো হবে। বাংলার আড়াই হাজার বছরের ধ্রুপদী ভাষা, গবেষণাপত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পাঠানো হয়েছে। বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে ইজরায়েল বনাম হামাস যুদ্ধ

গাজা সিটি, ১৬ জানুয়ারি: ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে ইজরায়েল বনাম হামাস যুদ্ধের। কিন্তু লড়াই থামার নাম নেই। গাজায় মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ করছে ইহুদি দেশটি। তাদের আক্রমণেই নাকি মৃত্যু হয়েছে দুই ইজরায়েলি পণবন্দির। ভিডিও প্রকাশ করে এমনটাই দাবি করেছে প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস।

রয়টার্স সূত্রে খবর, সোমবার ভিডিও প্রকাশ করে দুই পণবন্দির দেহ দেখায় হামাস জঙ্গিরা। দাবি করা হয়, ইজরায়েলের হামলায় প্রাণ হারিয়েছে তারা। এদিনের ভিডিওটিতে নোয়া আরগামনি (২৬) এক মহিলা পণবন্দিকে বলতে শোনা যায়, ইজরায়েলি বাহিনীর হামলায় মৃত্যু হয়েছে দু'জন পণবন্দির। ওই মহিলাকে শনাক্ত করেছে ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যম। রবিবার জঙ্গিরা জানিয়েছিল, গাজায় বোমা ফেলছে ইজরায়েলি সেনা। যে কারণে কয়েকজন পণবন্দির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি হুমকি দেওয়া হয়েছিল, গাজায় যদি আক্রমণ শানানো বন্ধ না করা হয় তাহলে বাকি পণবন্দিদের মেরে ফেলা হবে।

জানা গিয়েছে, মৃত দুই পণবন্দির নাম ইয়োসি শারাবি (৫৩) এবং ইটাই সভিরস্কি (৩৮)। হামাসের এই ভিডিও দেখার পর পণবন্দিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইজরায়েল। এই বিষয়ে ইজরায়েলি সেনার মুখোপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি জানিয়েছেন, 'হামাস মিথ্যা বলছে। যে বিল্ডিংয়ে তাঁদের রাখা হয়েছিল সেটিকে নিশানা করা হয়নি।

Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Government of India
SAGARMALA

ভারত -কে তৈরি করা হচ্ছে মেরিটাইম হাব হিসেবে

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ এবং জাহাজ মেরামতি সুবিধা সহ

প্রকল্প মূল্য

₹ 8,000 কোটি

উদ্বোধন করবেন

নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী

কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড

আইএসআরএফ, উইলিংডন আইল্যান্ড, কোচি

১৭ জানুয়ারি, ২০২৪ । দুপুর ১২:০০ টা

“মেক ইন ইন্ডিয়া এবং স্বনির্ভর ভারতের জয়গান এখন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। দেশ হিসেবে ভারত এক নির্মাণ হাব, হিসেবে বিশ্ববাসীর মনে স্থায়ী ছাপ রাখছে।”

- নরেন্দ্র মোদি

প্রকল্পের সুবিধা

আন্তর্জাতিক জাহাজ মেরামতি সুবিধা (আইএসআরএফ)

- কোচি ভারতের মেরিটাইম হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে।
- আইএসআরএফ কলোম্বে, দুবাই, সিঙ্গাপুর এবং বাহরিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে মেরামতি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে।
- এর ফলে আনুষঙ্গিক শিল্পগুলিরও উন্নয়ন হবে।
- ২০০০ মানুষের কর্ম সংস্থান হবে।
- আন্তর্জাতিক জাহাজ মেরামতির বরাত পেয়ে বিদেশি মুদ্রার আয়ের উৎস জোরদার করা যাবে।
- ফলে সংশ্লিষ্ট এলকার আর্থিক কাঠামোটাই উন্নত হবে।

ইন্ডিয়ান অয়েলের এলপিজি টার্মিনাল

- এলপিজি বন্টনে কেরল এবং তামিলনাড়ুতে বটলিং প্ল্যান্ট।
- এলপিজি মজুতের ক্ষমতা ১৫,৪০০ এমটি।
- প্রতি বছর ১৯,৮০০ কর্মদিবস সৃষ্টি।
- প্রতি বছর ১৫০ কোটি টাকা পরিবহণ সাশ্রয়।
- প্রতি বছর সিও২ নির্গমন হ্রাস ১৮,০০০ টন।

বিশ্বের প্রথম পদক্ষেপ ড্রাই ডক

- যেকোনও জলযানের মেরামতির জন্য কোচি হবে একটি ঠিকানা।
- এয়ারক্র্যাফট কেরিয়ার, সুয়েজ ম্যাক্স শিপ, এলএনজি কেরিয়ার, বৃহৎ ড্রেজার ইত্যাদি বৃহৎ জাহাজগুলির সব কাজের ক্ষমতা সমন্বিত।
- জাহাজ নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- বিশ্বমানের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জাহাজ নির্মাণের দক্ষকে আরও উন্নত করা হবে।

মাননীয়গণের উপস্থিতিতে

পিনারাই বিজয়ন
মুখ্যমন্ত্রী, কেরল

আরিফ মহম্মদ খান
মাননীয় রাজ্যপাল, কেরল

সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় বন্দর, শিপিং এবং জলপথ এবং আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী

শ্রীপদ ইয়েসো নাইক
বন্দর, শিপিং এবং জলপথ এবং পর্যটন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী

ভি মুরলীধরন
কেন্দ্রীয় বিদেশ বিষয়ক এবং সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

শান্তনু ঠাকুর
বন্দর, শিপিং এবং জলপথ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী

CBC 37201/13/0021/2324

ShipminIndia · Shipmin_India · Shipmin_India · Sagarmala Project · Sagarmala.gov.in / shipmin.gov.in

LIVE STREAM ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

সম্পাদকীয়

ধর্মের নাম করেই বিজেপির উত্থান এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল

একজন ডাক্তারের কাজ চিকিৎসা করা, সেটা কোনও ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে হওয়ার নয়। একজনের কৃষকের বিকল্প হতে পারেন না একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী। কোনও ধর্মগুরুকে সরকারি প্রশাসনের শীর্ষাসনে বসালে ভুলভ্রান্তি ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পবিত্রতার নীতিতে সম্পন্ন হতে পারে সংশ্লিষ্ট একজন ধর্মগুরুরই পৌরোহিত্যে। কিন্তু মোদিযুগে এই ধরনের প্রচলিত রীতি, বিধান একে একে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রধান শাসক দল বিজেপির রাজনীতির মূল হাতিয়ারই হল ধর্ম। উগ্র হিন্দুত্বের তরিতে চেপেই বিজেপির উত্থান এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত থেকেও তারা এই কানাগলির রাজনীতি থেকে বেরতে পারল না। বরং প্রতিটি ভোটের আগে ধর্মের অস্ত্রেই বেশি করে শান দিয়ে থাকে তারা, তাতে ত্বরান্বিত হয় মেরুকরণের কারবার। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ইন্ধনে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বিতর্কিত সৌধ এক লহমায় ধূলিসাৎ হয়েছিল। ওটাই 'রামজন্মভূমি' দাবিসহ উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ঘোষণা করে দেন, রামমন্দির ওখানেই নির্মাণ করা হবে। ১৮০০ কোটি টাকার সেই মন্দির নির্মাণ এবার সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। প্রচারে এটাই তুলে ধরা হয়েছে যে, একমাত্র মোদির জন্যই এই 'অসম্ভব' সম্ভব হয়েছে। রামভক্তদের কাছে দেওয়া কথা রেখে তিনি আরও একবার প্রমাণ করলেন, 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'! মোদির সামনে এখন হ্যাটট্রিকের (প্রধানমন্ত্রিত্ব) হাতছানি। এই সুযোগ কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে রাজি নয় গেরুয়া শিবির। তাই রামমন্দির উদ্বোধনের সুযোগে তাদের 'মুখ' (নরেন্দ্র মোদি) আরও উজ্জ্বল দেখাবারই পরিকল্পনা করেছে তারা। এই প্রেক্ষিতেই বেধেছে জোর সংঘাত;ধর্ম ও রাজধর্মের। প্রধানমন্ত্রীর হাতে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন দেশের চারপীঠের শঙ্করাচার্যরা। সবার আগে আপত্তি জানান পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। ২২ জানুয়ারির রাজকীয় অনুষ্ঠানে তিনি যাবেন না বলেই জানিয়ে দেন সেদিন। একে একে সহমত হয়েছেন অন্য তিন শঙ্করাচার্যও। তাঁদের পদমর্যাদার গরিমা মনে করিয়ে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষোভের তাঁরা সঙ্গে জানিয়েছেন, 'হাততালি দিতে যাব না।' হিন্দুধর্মের পবিত্র অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রক্ষমতার এই অনুপ্রবেশকে পুরীর শঙ্করাচার্য সরাসরি 'দাদাগিরি' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, 'ধর্মীয় ক্ষেত্রের উন্নয়ন করো, কিন্তু সেখানে দাদাগিরি ঠিক নয়। এতে রাষ্ট্রপ্রধান পদের অবমাননা হয়।

আনন্দকথা

একটি চূড়া এখন ভাঙিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

নাটমন্দির

কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব এবং নন্দী ও ভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবশ করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাদেবকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেন — যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাটমন্দিরের উত্তর-দক্ষিণে স্থাপিত দুই সারি অতি উচ্চস্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

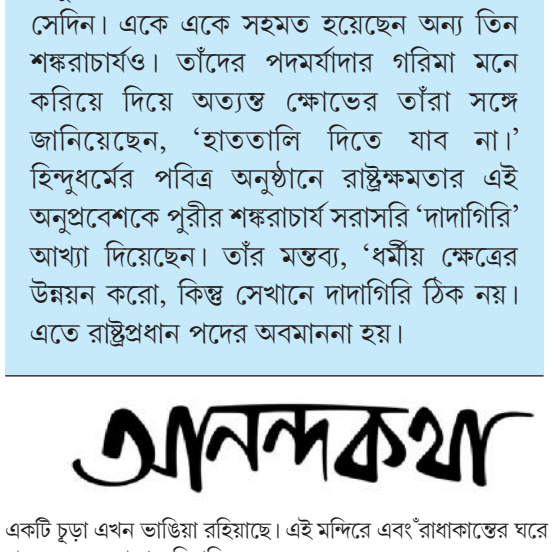

সন্তু মুখোপাধ্যায়

১৯১৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা এম জি রামচন্দ্রনের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট লেখক ও কবি জাভেদ আখতারের জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

নকশি কাঁথা, মিঠে রোদ আর পৌষের পিঠেপুলি

প্রদীপ মারিক

পৌষ মানেই আপামর বাঙালির পিঠে-উৎসবের মাস। শহর থেকে গ্রাম এই উৎসবে সামিল আপামর বাঙালিরা। পৌষের অঙ্গ হিসেবে 'পিঠেপুলি'কে না রাখলে রসনার আশ মেটে না কোনও বাঙালির। রকমারি পিঠের সঙ্গে পুরুলিয়ার মানুষদের এক অজানা সম্পর্ক আছে। পিঠের ইতিহাসের সঙ্গে লালমাটির ইতিহাসের মেলবন্ধনটিও ভারি চমৎকার। 'পিঠে-পুলি' শব্দটাই বাংলায় চল। তবে খাঁটি কথাটি কিন্তু 'পিঠা'। এই শব্দটি এসেছে আসলে সংস্কৃত 'পিষ্টক' শব্দ থেকে যার আক্ষরিক অর্থ 'পিষ্ট'। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ থেকে জানা যায় যে চালের গুঁড়ো, ডাল বাটা, গুড় ও নারকেল দিয়ে তৈরি বাসনা তৃপ্তিকারী এই মিষ্টিকেই 'পিঠা' নাম দেওয়া হয়েছিল। পিঠার মূল উপাদানই হল নতুন ধান অর্থাৎ চালের গুঁড়ো। বাংলার খাদ্যসংস্কৃতিতে ঠিক কোন সময়ে এর উৎপত্তি ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্ত পাওয়া না গেলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল কাব্যগ্রন্থগুলিতে 'পিষ্টক' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে পিঠার প্রচলন বাঙালি সমাজে অনেক প্রাচীন। পুরুলিয়াতে এই পিঠা বানানো হয় পৌষ মাসের শেষের চার দিন। চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর এবং আখান নামে পরিচিত সেই দিনগুলি। টুসু পরবে এই পিঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কুরমি জাতিদের কাছে। কুরমালি ভাষার বেশ কিছু গানে এই পিঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঁউড়ির দিনে বাড়ির মহিলারা গোবরমাটি দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে চালের গুঁড়ো তৈরি করেন। পরম্পরা মেনে এখনও ঢেঁকিতেই ছাঁটা হয় চাল। বাঁউড়ির দিন অর্ধচন্দ্রাকৃতি, ত্রিকোণাকৃতি ও চতুষ্কোণাকৃতির পিঠে তৈরী করে তাতে চাঁছি, তিল, নারকেল বা মিষ্টি পুর দিয়ে ভর্তি করা হয়। স্থানীয়রা এই পিঠেকে 'গড়গইড়্যা পিঠা' বা 'বাঁকা পিঠা' অনেকে 'উধি পিঠা' ও 'পুর পিঠা'ও বলে থাকেন। এই 'পুর পিঠা' থেকেই পুলি-পিঠে কথাটি আসে। পুলি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পোলিকা' থেকে। নারকেলের পুর দেওয়া পিঠাকেই পুলি পিঠে বলা হয়েছে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ বইয়ে। এমনকী হাল আমলের যে 'চিকেন পাটিসাপ্টা' কনসেপ্ট সেও কিন্তু পুরুলিয়ার কুড়মিদের থেকে পাওয়া। টুসু বিদায়ের দিন 'মাস পিঠা' বা 'মাংস পিঠা' বানিয়ে থাকেন এই জাতির লোকেরা। অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন আর্যরা যখন চাল বা নানাধরনের শস্যের গুঁড়ো পাথরে কুটতে শুরু করেছিল, সেটাকেই বলা যেতে পারে পিঠের আঁতুড়ঘর। বৈদিক যুগেও আমরা কিন্তু পিঠের উল্লেখ পাই। তখন যজ্ঞে ব্যবহার হত যব। সেই যব দিয়ে একধরনের পিঠে তৈরি হত যার নাম 'পুরোডাশ'। এই পিঠেকে অত্যন্ত পবিত্র খাবার বলে গণ্য করা হত। মহাভারতেও পুরোডাশ পিঠের উল্লেখ রয়েছে। কর্ণ যখন অঙ্গরাজ্যের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন, তখন ভীম বলেছিলেন 'কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ খেতে পারে না। তুমিও অঙ্গরাজ্য ভোগ করতে পারো না।' মনসামঙ্গল কাব্যে কবি বিজয়গুপ্ত লিখেছেন 'খির খিড়িয়া রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ পিঠা, গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা।' চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দরামের লেখনীতে পিঠার উল্লেখ রয়েছে, 'নির্মাণ করিত পিঠা বিশা দরে কিনে আটা, খণ্ড কিনে বিশা সাত-আট।' ১৫৭৫-এ মনসামঙ্গল কাব্যে দ্বিজ বংশীদাসের লেখাতে সনকার রান্না করা সুস্বাদু সব পদের মধ্যেও পিঠে বাদ যায়নি। 'কত যত ব্যঞ্জন যে নাহি লেখা জোখা / পরমান্ন পিষ্টক যে রান্ধিছে সনকা / ঘৃত পোয়া চন্দ্রকাইট আর দুগ্ধপুলি / আইল বড়া ভাজিলেক ঘৃতের মিশালি/। জাতি পুলি ক্ষীর পুলি চিতলোটি আর/ মনোহরা রান্ধিলেক অনেক প্রকার।' ষোড়শ শতাব্দীতের রাঢ়দেশের কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে খুল্লনা চণ্ডীদেবীর আশীর্বাদ লাভ করে স্বামীর তৃপ্তির উদ্দেশ্যে সর্বমঙ্গলা স্মরণ করে যা যা রেঁধেছিলেন তার মধ্যেও পিঠার উল্লেখ আছে, 'কলা বড়া মুগ সাউলি ক্ষীরমোন্না ক্ষীরপুলি/ নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।' ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর খাদ্যপ্রীতির কথা সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির অজানা নয়। গুপ্ত কবির 'পৌষ পার্বণে' কবিতায় পিঠে পার্বণের এক সরস বর্ণনা পাই। 'আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর / গড়িতেছে পিঠেপুলি অশেষ প্রকার / বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ, কুটুমের মেলা/ হায় হায় দেশাচার, ধন্য তোর খেলা।' বাঙালীর লোকিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। এই প্রথা লৌকিক এবং নান্দনিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। সাধারণতঃ পিঠে শীতকালের রসনাজাতীয় খাবার হিসেবে অত্যন্ত পরিচিত। মুখরোচক খাদ্য হিসেবে বাঙালী সমাজে বিশেষ আদরণীয়। এছাড়াও, আত্মীয়-স্বজন ও মানুষে-মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করে তুলতে পিঠে-পুলি উৎসবের আয়োজন করা হয়। একান্নবর্তী প্রত্যেক পরিবারে সেই সময়ে পৌষসংক্রান্তির দিন বাঙালির হেঁশেল ম-ম করত পিঠেপুলি আর পায়েসের গন্ধ। কত ধরনের উপকরন দিয়ে তখন তৈরি হত নানা রকমের পিঠে। পুলিপিঠের মধ্যে থাকত মুগেরপুলি, ভাজাপুলি, দুধপুলি, চন্দ্রপুলি আর সেদ্ধপুলি। অন্য ধরনের পিঠে বলতে, পাটিসাপটা, গোকুলপিঠে, পোস্তর পিঠে, নারকেল পিঠে, সরুচাকলি, গড়গড়া, পাতসিজা ইত্যাদি। পিঠে তৈরি করতে আটা বা ময়দা, চালগুঁড়ো, দুধ, খোয়া ক্ষীর, নারকেল কোরা, চিনি, নলেনগুড়, মুগডাল বা বিউলির ডাল, পোস্ত, সুজি তো লেগেই তাছাড়া কখনও আলু বা মিস্টি আলুও ব্যবহার করা হয় উপকরণ হিসেবে। এখন ও পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন গৃহস্থ বাড়িতে চাল ভিজিয়ে রাখা হয়। পিঠে তৈরির জন্যে ভেজানো চাল কতটা নরম হতে হবে, এই বিষয়টা মা-কাকিমাদের নখদর্পণে থাকে। তাঁদের নিঁখুত হিসেব একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলেও যায়। এ তো গেল পিঠে তৈরির আগের পর্ব। সংক্রান্তির দিন সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরে মা-কাকিমারা শুরু করে পিঠে-পর্ব। পিঠে তৈরি করার সময় তাঁরা সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখেন নিজেদের হস্তশিল্পের উপর। তারা কুল দেবতাকে বলেন, মুখরক্ষা যেন হয়! তুমি দেখো, ঠাকুর! পিঠে যেন ভালো হয়। নবান্ন উৎসবের মতই নিঁখুত ভাবে তৈরি হয় প্রত্যেকটা পাটিসাপটা আর অন্য পিঠেগুলো! গ্যাস নয় উনুনে আগুনের আঁচ যেন গৃহিনীদের হাতের ছোঁয়ায় নিজে থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। একটাও পাটিসাপটাও পুড়ে যায় না। বড় লোহার চাটু আর খুন্তির যুগলবন্দিতে প্রত্যেকটা পাটিসাপটা কী দারুণ সুস্বাদু হয়ে ওঠে। পিঠের সঙ্গে নতুন গুড় যেন অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত। বাংলা দেশে নলেন গুড় সংস্কৃতির চল অতি প্রাচীন। তার নিদর্শন পাওয়া যায় 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে। গ্রন্থটি খ্রিস্ট দ্বাদশ শতকের বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সামন্ত অধিপতি বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস সংকলিত। ওই বিখ্যাত গ্রন্থেই 'হেমন্তের নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত বাংলার গ্রামের বন্দনা' পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব'-এ নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন। নতুন চাল আর গুড়ের সেই গন্ধ বাঙালির আরেক ঐতিহ্য! সংক্রান্তির সেই ঐতিহ্যপূর্ণ নৈবেদ্য বহু বাড়িতেই সর্বপ্রথমে গৃহদেবতাকে নিবেদন করা হত। পুলি-পিঠে-পায়েসের উৎসব স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে বাড়ির বয়স্ক মহিলা এবং নবীন মেয়েদের মেলবন্ধনে। রান্নাঘর সেদিন যেন একটা প্রথাবহির্ভূত স্কুল! সেখানে প্রবীণ মহিলার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নবীন মেয়েরা। এক সময়ে গ্রাম বাংলার শীত মানেই ছিল কাঁথা এবং পিঠে। কাঁথায় কে কত সুন্দর ফুল তুলবে, সেই আশায় শীতের দুপুরে রোদ পোহাতে পোহাতে চলত সেলাই। দোকানে গিয়ে দামী সুতো কিনে কাঁথা সেলাই করার বিলাসিতা ছিল না। বাতিল শাড়ির পাড় থেকে সুতো সংগ্রহ করে কাঠের টুকরোতে নানা রঙের সুতো পেঁচিয়ে রাখা হত। সেগুলো ব্যবহার করেই তৈরি হত দারুণ সব কাঁথা। একটা সময়ে কাঁথাই ছিল তক্তপোষ বা খাটে বা বিছানায় একমাত্র শীত নিবারণের জায়গা। যতই এখন ব্ল্যাংকেট কিংবা অন্য কিছু আসুক কাঁথা আছে কাঁথাতেই সেই একই স্বমহিমায়, তার শৈল্পিক আভিজাত্য নিয়ে। শীতকাল মানেই নকশি কাঁথায় বসে মিঠে রোদ গায়ে মেখে সিদ্ধ নারকেল পুলি, সরুচাকলি খেঁজুর রসে ডুবিয়ে মোজ করে খাওয়া।

পৌষ পার্বণ ও টুসু উৎসব

ডাঃ শামসুল হক

বাঙালির অতি আনন্দময় এবং পরিচিত এক উৎসবের ই নাম পৌষ পার্বণ। এটাকে আবার একটা লোক উৎসব হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে বৈ কি। আবার টুসু পরব এর মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেও এর সঙ্গে জড়িত আছে ক্ষেতখামার থেকে নতুন ফসল ওঠার এক নিবিড় যোগাযোগ ও । ঠিক এই সময় ই মাঠে মাঠে ধান কাটা, তোলা এবং ঝাড়ার বিশাল তোড়জোড় ও । দিক থেকে দিগন্ত জুড়ে সবুজ ক্ষেত যখন একটু একটু করে ধূসর রূপ পরিগ্রহ করে তখন থেকেই শুরু হয় এই উৎসবের আয়োজন। তারপর ধান কাটা হয়। আটি বেঁধে ঘরে আনা হয়। গৃহাঙ্গনে বয়ে চলে আনন্দের মহাস্রোত ও ।

অগ্ হায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে পৌষ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত একমাস ধরে চলে সেই উৎসবপর্ব । এর ই মধ্যে গ্ রামগঞ্জের মানুষজন , এমনকি শহরাঞ্চলের ও অনেকে যোগ দেন আনন্দের সেই মহামিছিলে । সেইসময় গ্ রামের সব বয়সের ই মেয়েরাও একেবারে দলবদ্ধভাবেই নেমে পড়েন সেখানে। চাষীদের ঘরে ঘরেও শুরু হয়ে যায় খুশির বন্যা। সংঘবদ্ধ হন মেয়েরা। ভুলে যান ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ কিংবা ব্যক্তিগত বিদ্বেশ ও ।

পুরুষরাও তাঁদের দিকে বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত। নানানভাবে অনুপ্রাণিত ও করেন । আর সেইভাবেই কেটে যায় পৌষ মাসের বেশ কয়েকটা দিন। সেই মাসের শেষ চারটে দিন অবশ্য কাটে অন্য ভাবেই , একেবারে অন্য অন্য নামেও । চাউড়ি, বাউড়ি, মকর এবং আঘান এই নামেই পরিচিত সেই মাসের শেষ চারটে দিন। সেইসব দিনগুলোর গতিপ্রকৃতিও আবার রূপান্তরিত হয় একেবারে আলাদা আলাদা ভাবেই। তবে তা যাই হোক না কেন উৎসবের মূল উদ্দেশ্যটুকু কিন্তু থাকে এক ই ।

উৎসব উদযাপনের ফাঁকে ফাঁকেই প্রায় সব বাড়িতেই তৈরি করা হয় নানান ধরনের পিঠে পুলি। নবান্নে নতুন ধান থেকে তৈরি নতুন চালের আটা দিয়েই প্রস্তুত করা হয় সেইসব মুখরোচক খাবার। আঁসকে পিঠে, গোকুল পিঠে, ভাজা পিঠে ইত্যাদি হরেক রকম নাম তাদের । তাদের সঙ্গেই আবার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় চন্দ্রপুলি , ক্ষীরপুলি , দুধপুলি , আঁদোশা ইত্যাদি নানান সব মিষ্টান্ন। আর সেইসব মুখরোচক খাবারের সঙ্গে বিশেষ সখ্যতা স্থাপিত হয় তরতাজা খেজুর রস দ্বারা প্রস্তুত সুস্বাদু গুড়ের ও । সুতরাং এই উৎসবের সঙ্গে যে সরাসরিভাবে যুক্ত হয়ে যায় খেজুর গাছের ও নামটা সেটাও স্বীকার করে নিয়েছেন সকলেই । মোটকথা সেইসময় সবকিছু মিলেই উৎসবের আসরটিও হয়ে ওঠে বেশ মধুময় এবং অতি অবশ্যই জমজমাট ও । ছেলেবুড়ো সকলে মিলেই যোগ দেন সেই মিলনমেলায় এবং উপভোগ করেন পরিপূর্ণ আনন্দ ও । ঘরে ঘরে আসা যাওয়া শুরু হয় আত্মীয় পরিজনদের ও ।

চাষের ক্ষেতে উৎপাদিত সোনালী শস্যকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় উৎসবের শুভ সূচনা এবং তার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় টুসু পরবের মধ্য দিয়েই । বাংলা পঞ্জিকায় পৌষ মাসের একেবারে শেষ দিনটাই নির্ধারিত থাকে টুসু উৎসবের জন্য । তাই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সেই দিনের আগমনবার্তা সকলকেই একেবারে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে বৈ কি । আরাধ্যা দেবীকে নিয়েই তখন শুরু হয় তাঁদের নতুন প্রস্তুতি । তাঁকে কেন্দ্র করেই দলবদ্ধভাবে তাঁরা হাজির হন কাছাকাছি কোন নদীর ঘাটে । নদী না থাকলে পৌঁছান কাছাকাছি বড় কোন জলাশয়ের তীরে। তখন সেটাই যেন হয়ে ওঠে তাঁদের পবিত্র তীর্থভূমি। ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদনের উপযুক্ত স্থান ও ।

সেখানে খুব সকালেই দেবীকে মাথায় তুলে তাঁরা হাজির হন সেখানে। তাঁকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় নাচ গানের আসর। চলে হরেক প্রতিযোগীতাও। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে আগ্ হী মানুষজনের সংখ্যাও । তারস্বরে মাইক বাজে। চলে সব ধরণের গান। সেইসঙ্গে আবার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ভক্তবৃন্দের গাওয়া হরেক গানের কলিও । মেয়েদের ই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী হয়ে উঠতে দেখা যায়। অবশ্য পুরুষরাও কম যান না। মহিলাদের হাতেই সবকিছুর দায়িত্ব তুলে দিয়েই উৎসবের আনন্দটুকু তাঁরা উপভোগ করতে চান অন্য ভাবেই ।

সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে সেই মেলার রেশ । সেইসময় তাঁরা ভুলতে বসেন নিজেদের স্নান খাওয়ার কথাও। তখন আরাধ্যা দেবীকে নিয়ে তাঁরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, সাময়িকভাবে তাঁরা ভুলে যান নিজস্ব ঘর সংসারের কথাও । বলাই বাহুল্য, তখন মোহের ঘোরেই যেন কেটে যায় তাঁদের সারাটাদিন । তারপর সূর্যদেব যখন ধীরে ধীরে ঢলে পড়েন পশ্চিম দিগন্তে তখন আপনাআপনিভাবেই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে সকলের মনমেজাজ ও । এবার বিদায় জানাতে হবে তাঁদের আরাধ্যা দেবীকে । সাময়িকভাবে মিলিয়ে যাবে এই হাসি আনন্দের ও । আবার ঠিক এই দিনটার জন্য ই অপেক্ষা করতে হবে আরও একটা বছর । অত এব তখন মনে মনে প্রস্তুত হতে শুরু করেন তাঁরা । বিসর্জনের আগে যা যা করণীয় সেরে নেন তাও । তারপর মায়ের বিসর্জন। অবশেষে স্নান সেরে বাড়ি ফেরার তোড়জোড়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শাহজাহান সন্দেশখালিতেই পুলিশি নিরাপত্তায় লুকিয়ে আছেন: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: 'শেখ শাহজাহান সন্দেশখালিতেই পুলিশের নিরাপত্তায় লুকিয়ে আছেন।' আদিবাসীদের বাঁদনা পরব উপলক্ষে মঙ্গলবার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সরপি মোড় সংলগ্ন আদিবাসী পাড়ায় এলাকার কয়েকজনের হাতে আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র তুলে দিতে এসে এমনই অভিযোগ করেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা তথা বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা পাল।

এখানে এসে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, 'এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। পুলিশ প্রশাসন টিএমসি নেতাদের নির্দেশে কাজ করছে। সেই কারণেই ইডি অফিসারদের ওপর হামলাকারী শেখ শাহজাহানকে আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি।' পাশাপাশি শিক্ষক পদে নিয়োগের ও রাজ্যে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত যুবকদের সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি তাঁদের সঙ্গে আছে এবং দল তাঁদের সব আন্দোলনে সমর্থন দেবে।'

অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮০ জন পুলিশের উচ্চ আধিকারিক ও ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের বদলি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'লোকসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পছন্দের পুলিশ অফিসারদের বদলি করছেন, যাতে তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারেন।' এ দিনের এই অনুষ্ঠানে এসে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে তাঁদের ট্র্যাডিশনাল নাচের তালে তালে পা মেলান বিধায়িকা। এলাকার মানুষদের পাশে সবসময় থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

বিজেপির এদিনের এই অনুষ্ঠানে অগ্নিমিত্রার সঙ্গে ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডলের বিজেপির আহবায়ক রূপক পাঞ্জা, আদিবাসী নেতা সুশীল টুডু, সুধীর মিশ্র প্রমুখ।

বাঁকুড়ায় হাতির হানায় মৃত ১, ক্ষোভ, কাঠগড়ায় বন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতির হানায় স্থানীয় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের গোপবান্দি এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির সামনেই হাতির হানায় মৃত্যু হয় শম্ভুনাথ মণ্ডল নামের স্থানীয় এক বাসিন্দার। খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক আলোক মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গেলে, তাঁকে ঘিরে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। এই ঘটনার জন্য বন দপ্তরকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন বিধায়ক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের গোপবান্দি গ্রাম লাগোয়া জঙ্গল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হাতির দল রয়েছে। দলে থাকা হাতির একটা বড় অংশকে বনকর্মীরা নিজেদের নজরদারির ঘেরাটোপে রাখলেও, দু'টি হাতি বিচ্ছিন্ন ভাবে স্থানীয় এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিন ভোরে গোপবান্দির বাসিন্দা শম্ভুনাথ মণ্ডল ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে বের হলে একেবারে দু'টি হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। প্রথমে হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে করে তুলে

মাটিতে আছাড় মারে। পরে পায়ে করে পিষে দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় বিধায়কের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হাতি রয়েছে। ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। কিন্তু বন দপ্তর হাতিগুলিকে অন্যত্র সরানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে না। তাঁর ক্ষোভ চাষিরা ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণের আবেদন জানাতে গেলেও তাঁদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

মকরে সাম্প্রদায়িক মিলনমেলা

বনস্পতি দে ● উত্তরপাড়া

পৌষ মাসের শেষ দিনে মকর সংক্রান্তিতে উত্তরপাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলনমেলা যেন এক অনন্য নজির। উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলায় এই মকর সংক্রান্তির দিন মানিক পীর বাবার দরগায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা মোমবাতি জ্বালিয়ে সিন্নি চরান আবার কেউ কেউ দুধ বাতাসা ধূপকাঠি দিয়ে পীর বাবার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শোনা যায় আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে এই পীর বাবার দরগা ছিল, তারপরে দিনে দিনে এলাকার বাসিন্দারা সেই দরগা সংস্কার করেন। এই উপলক্ষে দরগা চত্বরে আলোকমালায় সাজানো হয়েছে মকর সংক্রান্তিতে সকাল থেকে ভক্তরা এসে সিন্নি দিয়ে যান, চলে রাত পর্যন্ত। সন্ধ্যা থেকে তরজা গান হয়, দু'দিন ধরে চলে এই অনুষ্ঠান।

এলাকার প্রাচীন বাসিন্দা ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা বাবা কাকার কাছে শুনেছি এই দরগা কবে হয়েছে কেউ জানেন না। তবে শোনা যায় প্রায় ৩০০ বছর আগে সওদাগররা সরস্বতী নদীতে বজরায় করে এসে উত্তরপাড়ার কাছে নেমে বাবার দরগায় সিন্নি চড়িয়ে তবেই সাগরে বাণিজ্য করতে যেতেন সেই থেকে চলে আসছে।' এলাকার মানুষের কাছে এই পীরবাবা খুব জাগ্রত। দরগার পাশে বড় দিঘি, সেই দিঘির ও ইতিহাস আছে। সেই প্রাচীন দিঘির জল ব্যবহার করা হত আগে নানা পুজো অনুষ্ঠানে। মকর সংক্রান্তির পরের দিন অগণিত ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আগে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাত্রা পালাগান সহ নানা অনুষ্ঠান হত, এখন দিনে দিনে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে এই অনুষ্ঠান। ভক্তদের বক্তব্য, এই মানিক পীরবাবা খুব জাগ্রত। যাঁরা যা মানত করেন, তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হিন্দু পাড়ায় পীরবাবার দরগা খুব কম দেখা যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এটা একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের নৈসরাই বাজার এলাকায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে আরামবাগ থেকে বর্ধমানের দিকে যাওয়ার সময় দ্রুতগতিতে এক বাইক আরোহী নৈশরাই বাজার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লোহার ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা মারে। তৎক্ষণাৎ এলাকার মানুষজনেরা ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরামবাগ থানার পুলিশ। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সিলুয়েট ড্রিমের নাট্যোৎসব

কর্ণধার প্রয়াত নারায়ন মুখোপাধ্যায় স্মরণে সিলুয়েট ড্রিমের দুদিন ব্যাপি ৫ম নাট্যোৎসব সম্প্রতি চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল গত ৮ ই ও ০৯ ই জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে। এই উৎসবে বিভিন্ন জেলার মোট ৫টি দল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে। সবমিলিয়ে এই উৎসবটি মনোগ্রাহী ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

সিটিলাইফ রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U52100WB2006PTC111555
লিকুইডেটরের ঠিকানা : পি-১, হাইড লেন স্যুট নং ৭বি, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০৭৩;
যোগাযোগ : +৯১ ৯৪৩৩০১৩৯৭৯, ইমেল : anneelsaraogi@gmail.com, cirp.citylife@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

রেজিস্টার্ড অফিস : কে.এম.সি প্রেমিসেস নং ১৪ কংগ্রেস এগজিবিশন রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, লিকুইডেটরের ঠিকানা : পি-১, হাইড লেন স্যুট নং ৭বি, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০৭৩;
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে **সিটিলাইফ রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ) ("কোম্পানি")** চালু সংস্থা হিসেবে লিকুইডেটর (মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের নির্দেশে নিয়োজিত) কর্তৃক ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক প্রস্তাব আহ্বান করছেন।
কোম্পানি ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(ই) এবং (এফ) অধীনে চালু সংস্থা হিসেবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও বিশেষ বার্তা বহন করছে না।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময়	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বেলা ১২টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত '৫ মিনিটের' অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে অর্থাৎ শেষ ই-নিলাম ডাক বন্ধের পূর্বে ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ করা হবে
২.	সংরক্ষিত মূল্য/ভিত্তি মূল্য এবং ইএমডি পরিমাণ (আইএনআর)	**সংরক্ষিত মূল্য/ভিত্তি মূল্য : ২৬,১১,৭৭,০০০ টাকা** (ছাব্বিশ কোটি এগারো লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা) **ইএমডি : ২,৬১,১৭,৭০০ টাকা** (দুই কোটি একষট্টি লাখ সতের হাজার সাতশ টাকা)
৩.	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	ক্যাশ ব্যালেন্স এবং অন্যান্য ব্যবহৃত সম্পদ ব্যতীত কোম্পানি চালু সংস্থা হিসেবে তার সকল সম্পদ বিক্রি করা হবে। **অন্যান্য বিস্তারিত জানতে ইওআই নথি- যা দেখা যাবে ইমেল মারফত।**
৪.	ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ	৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (সন্ধে ৬টা)
৫.	সংশ্লিষ্ট এলাকা পর্যবেক্ষণ দ্রব্য পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে	৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ইমেল মারফত আগাম অনুমতি সাপেক্ষে
৬.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (সন্ধে ৬টা)
৭.	উপযুক্ততার যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিস্তারিত	ইওআই-এর নিয়ম এবং শর্তাদি অনুযায়ী। ইওআই নথি পাওয়া যাবে ইমেল cirp.citylife@gmail.com থেকে।

দ্রষ্টব্য :-
১. আগ্রহী ডাকদাতাদের ইমেল মারফত প্রাপ্তব্য ডাকদাতাদের ঘোষণা, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলী, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, ই-নিলামের অনলাইনের শর্ত এবং নিয়মাদির বিস্তারিত নথি এবং ই-নিলামের প্রক্রিয়ার যাবতীয় তথ্যাদি অবগত হয়ে এবং সম্মত হওয়ার পরই তাদের সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিলের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২. লিকুইডেটর যেকোনও সময়ে ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বাতিল বা গ্রহণের অধিকার রাখেন।
৩. ই-নিলাম ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে সংরক্ষিত মূল্য অনুযায়ী সম্পাদিত হবে অথবা আগ্রহী ডাকদাতাগণ কর্তৃক সর্বোচ্চ মূল্যে সম্পাদিত হবে। আরও বিস্তারিত জানতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
অনিল সারাওগী-লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01320/2018-19/12009
এএফএ নং এএফএ নং : AA1/12009/02/020424/105606 বৈধ ০২.০৪.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ১৭.০১.২০২৪ ই-মেল আইডি : anneelsaraogi@gmail.com/cirp.citylife@gmail.com
স্থান : কলকাতা যোগাযোগ নং : +৯১ ৯৪৩৩০১৩৯৭৯

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ প্রকাশ

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
বি-৮/৩৫ (সি.এ) আইটিআই মোড়, ঘোষ পাড়া, কল্যাণী
নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৩৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ
শ্রীমতি সুলেখা ব্যানার্জি, স্বামী প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩, ১ম তল, ব্লক এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটি, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫ রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠানো হয়েছে
শ্রীমতি সুলেখা ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), স্বামী প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩, ১ম তল, ব্লক এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটি, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
শ্রীমতি ডোনা ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩, ১ম তল, ব্লক এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটি, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
বিষয় - হাউসিং লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৭১৭৩৮৪৭২২২ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ - রেজি.
আপনি বকেয়া ঋণ পরিমাণ **১৯,০৪,৯২৮.০০ টাকা** (উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ বুক ব্যালান্স এবং এমওআই) টাকা ০৮.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ পরিশোধ না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত।
ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে বকেয়া পরিমাণ **১৯,০৪,৯২৮.০০ টাকা ০৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** আদায়ের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। নোটিশ রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠানো হয়েছিল এবং তা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরৎ এসেছে। নোটিশের একটি কপি ফ্ল্যাট নং ৩, ১ম তল, ব্লক এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটি, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫ ঠিকানায় সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ **১৯,০৪,৯২৮.০০ টাকা** ০৮.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট বকেয়া আদায়ে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। ব্যাঙ্ক কোনও উপায়ান্তর না দেখে সমাধানের জন্যই এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল অধীনে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সমাধানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ঋণদাতা ডিআরটি/আরও-ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত-এর নিকট সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া পরিচালনার অধিকারী এবং সংশিশ্লষ্ট আইন অধীনে ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী।

তপশিল
নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্ধারিত বিস্তারিত:
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভবনের চাতাল ও অন্যান্য পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ফ্ল্যাট নং ০৩, একতলায় পরিমাণ কমবেশি ৮০০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত সোনার ভুবন বিল্ডিং-কদম নামে পরিচিত, হোল্ডিং নং এফ-৫৭/২২৫/এফ/জি এইট (পি), ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পুরসভা এবং থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, অধীন সোনার ভুবন বিল্ডিং ঃ কদম নামে, অনুযায়ী **সুলেখা ব্যানার্জি এবং ডোনা ব্যানার্জির নামে**, চৌহদ্দি: উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৪, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : খালি জায়গা সমন্বিত।
তারিখ : ১৫.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কল্যাণী (ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক)

স্বত্ব দলিল হারিয়ে যাওয়ার নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল বিক্রয় দলিল নং ০১৭৯৬-২০১১ সালের, নথিভুক্ত বুক নং : ১, সিডি ভল্যুম নং : ৬, পৃষ্ঠা ৫৫৪৪ থেকে ৫৫৬৫, রেজিস্ট্রিকৃত-অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার চন্দননগর, সম্পত্তির অবস্থান মৌজা : চন্দননগর, **'তিথিপর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট'**, ফ্ল্যাট নং ৪এফ/১, ৫মতলে, জেলা : হুগলি, জেএল নং ১, আরএস প্লট নং ৬৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৩২৯, এলআর প্লট নং ১০৪৯, সিট নং ১৫, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩৫৮ (পুরানো) এবং ৭৩৮ (নতুন), এলআর খতিয়ান নং ১৯৬৫ এবং ১১৬৪(১), ভোট অধিক্ষেত্র নং ১০ (পুরানো) এবং (নতুন ১২) চন্দননগর পুরসভা অধীন অনুযায়ী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর ব্যান্ডেল বাজার শাখা হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে মোবাইল নং ৯৪৩৩১১৬৭৩৮ বা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), ব্যান্ডেল বাজার শাখা, ব্যান্ডেল থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Memo No. 02/BDO/Election-2024 Date : 08.01.2024

In pursuance of W.B. Co-operative Election Commission Regulation-2012 & Order no. 1534/II-6/12, dated-13.12.2024 of the Returning Officer, Sankrail Block ECCS Ltd. & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election to the Board of Directors of the above mention Society will be held on 23.02.2024 (Friday) as per the following schedule.

Number of Directors be elected : 09 out of which 02 (two) are reserved for women and 01(one) reserved for SC/ST, General 06 (six).

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Day	Name of Officer in charge
1.	Publication of draft voter list	8.1.2024	11.00 am to 3.00 pm.	Society's Office	Monday	A.R.O.
2.	Correction & Addition	9.1.2024	11.00 am to 2.00 pm	Society's Office	Tuesday	A.R.O.
3.	Hearing	10.1.2024	11.00 am to 2.00 pm.	Society's Office	Wednesday	A.R.O.
4.	Final Voter List	10.1.2024	12.00 (noon) to 3.00 pm.	Society's Office	Wednesday	A.R.O.
5.	Nomination Distribution	11.1.2024	11.00 am to 3.00 pm.	Society's Office	Thursday	A.R.O.
6.	Submission of Nomination	17.1.2024	11.00 am to 3.00 pm.	Society's Office	Wednesday	A.R.O.
7.	Scrutiny of Nominations Paper	19.1.2024	1.00 pm to 3.00 pm.	Society's Office	Friday	A.R.O.
8.	Valid Nomination Publication	19.1.2024	After to 3.00 pm.	Society's Notice Board	Friday	A.R.O.
9.	Withdrawl of Nomination	20.1.2024	Upto to 3.00 pm.	Society's Office	Saturday	A.R.O.
10.	Final List of Contesting Candidate	20.1.2024	After to 3.00 pm.	Society's Notice Board	Saturday	A.R.O.
11.	Election & Counting Day	23.2.2024	After Completion of polll	Society's Office	Friday	A.R.O.

N.B.- 1) Eligibility for being elected as Director : As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the Election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination form (if applied for SC/ST reservation) and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.

Date : 08.01.2024

Sd/-
(Sutapa Das)
Assistant Returning Officer
Sankrail Block ECCS Ltd.

SBFC

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯। টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০। ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ www.SBFC.com। কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ২২.০১.২০২৪ তারিখে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে সকাল ১০:৩০টায় বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম পরিচালনা করবে। ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, ২য় তল, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, যশোর রোড বারাসত,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৪।
এই সকল সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের যারা তাদের দেয় দিতে খেলাপ করেছেন। নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এইসকল ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। গ্রাহকদের এইসকল সোনার গহণাসমূহ আমাদের বিভিন্ন ওভারডিউ লোন অ্যাকাউন্ট-এর যা নিম্নে বর্ণনা করা হল তাদের শাখা নাম সহ। **শাখা - বারাসত :** AP00331151,AP00365941,AP00416373,AP00431910,AP00438524,AP00485920,AP00487352,AP00516633,AP00539128,AP00567018,AP00567223

ডালহৌসি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২২.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, স্টিফেন হাউজ, প্রথম তল, ৬ ই আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ -তে।
শাখা - কলকাতা : AP00414072,AP00440621,AP00633599,AP00630958

দুর্গাপুর শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২২.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেডে। শাখা ঠিকানা: সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
শাখা - দুর্গাপুর : AP00201648,AP00432253,AP00458240,AP00458780,AP00486891,AP00521256,AP00529560,AP00540679

গড়িয়া শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২২.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেডে। শাখা ঠিকানা : ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, বার্নিং ঘাটের নিকটে, কলকাতা - ৭০০০৮৪।
শাখা - গড়িয়া : AP00433525,AP00487877,AP00565699

শিলিগুড়ি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২২.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেডে। শাখা ঠিকানা: শিলিগুড়ি, সিটি প্লাজা বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, সেভক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১।
শাখা - শিলিগুড়ি: AP00283014,AP00301573,AP00308281,AP00335634,AP00339921

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সর্বতন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

চাকদহ ব্রাঞ্চ
এস পি মুখার্জি রোড, অনন্ত অমিয় সুপার মার্কেট, নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : c512@indianbank.co.in & Z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চাকদহ ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২১.০২.২০২৪ তারিখে ৪১,৪৭,৭৪৩.৭৯ টাকা** (একচল্লিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা এবং উনআশি পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ৩৪,০৪,৯৬২.১২ টাকা + ৭,৪০,৩৯১.৬৭ টাকা) **১৪.০১.২০২৪** অনুযায়ী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চাকদহ ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. শ্রী সুরজিৎ চন্দ**, গ্রাম - সালুয়া কলোনি, সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ **ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা : শ্রী সুরজিৎ চন্দ**, পিতা প্রয়াত সমরেন্দ্র মোহন চন্দ, গ্রাম - সালুয়া কলোনি, সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, **জামিনদাতা : শ্রীমতি দুলালি চন্দ**, স্বামী প্রয়াত সমরেন্দ্র মোহন চন্দ, গ্রাম - সালুয়া কলোনি, সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাইজ স্বত্বা - শ্রী সুরজিৎ চন্দ গ্রাম - সালুয়া কলোনি, সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ **ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা : শ্রী সুরজিৎ চন্দ** পিতা প্রয়াত সমরেন্দ্র মোহন চন্দ, গ্রাম - সালুয়া কলোনি, সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদাতা : শ্রীমতি দুলালি চন্দ** স্বামী প্রয়াত সমরেন্দ্র মোহন চন্দ, গ্রাম - সালুয়া কলোনি, সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, পো. এবং থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ খ) চাকদহ শাখা	**সম্পত্তি -১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : জয় কৃষ্ণপুর, জেএল নং ৩১, খতিয়ান নং আরএস ২০৪৮ এবং এলআর ১৩৯০/১, ৪৪৫৫, দাগ নং আরএস এবং এলআর ৩৮৬/২২৩২, চাকদহ পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১৯, রেজিস্ট্রিকৃত **শ্রী সুরজিৎ চন্দ-র নামে**, এডিএসআরও-চাকদহ, নদিয়া জেলায়, দলিল নং ১-০১৩৩৭/৩১.০৩.২০০৮, জমির পরিমাণ -৪.৯৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি - বাস্তু। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জ্যোতির্ময় সাহা পোদ্দারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : বাচু বর্মন এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সোমা সাহা পোদ্দারের সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তি -২ :** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি (বর্তমানে খালি জমি এবং একতলা বসবাসের ভবন সহ) অবস্থিত সালুয়া কালী মন্দির নিকট, জয়কৃষ্ণপুর, (সালুয়া) , ওয়ার্ড নং ১৯ (নতুন), হোল্ডিং নং ৯৪৯, পো এবং থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, চাকদহ পুরসভা অধীন। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং : ১-১৩০৪০৩১৩৬, স্বত্ব/রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং -১-০৩১৩৬, তারিখ : ২৯.০৮.২০১৬, দলিল অনুযায়ী : মৌজা : জয়কৃষ্ণপুর,জেএল নং ৩১, খতিয়ান নং আরএস ২৩৯৭, এলার ২১৮৯, প্লট নং আরএস ৩৮৬/২২২৭, এলআর খতিয়ান নং ১০১০৮, জমির পরিমাণ : ৬.০ ডেসিমেল দান দলিল থেকে এবং ৩.০ ডেসিমেল উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া। মোট জমি - (৬.০-৩.০)-- ৯.০ ডেসিমেল/ ৫.৪৫৪ কাঠা/ ৩৯২৬.৮৮ বর্গফুট/৩৬৪.৭৮ বর্গ মিটার। সম্পত্তি বর্তমানে (বর্তমানে খালি জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন বসবাসের সহ), অবস্থিত মধ্যমানের বসবাসের এরিয়া এবং বসবাসের জন্য মধ্য বাজারদর বিশিষ্ট। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিপুর কর্মকার এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পূর্বে : অসীম চন্দ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক সমন্বিত।	৪১,৪৭,৭৪৩.৭৯ টাকা (একচল্লিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা এবং উনআশি পয়সা) টাকা **(বিবি+এমওআই= ৩৪,০৪,৯৬২.১২ টাকা + ৭,৪০,৩৯১.৬৭ টাকা) ১৪.০১.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**সম্পত্তি - ১** ক) ১১.১৪ লাখ টাকা (*) (এগার লাখ চোদ্দ হাজার টাকা) খ) ১.১২ লাখ টাকা (এক লাখ বারো হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB300274476261 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত **সম্পত্তি - ২** ক) ২৭.৫৩ লাখ টাকা (*) (সাতাশ লাখ তিপান্ন হাজার টাকা) খ) ২.৭৬ লাখ টাকা (দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB300274476262 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.০১.২০২৪ থেকে ২০.০২.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২১.০২.২০২৪ সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/স্বত্বাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৬.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : চাকদহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রল বৈঁক আঁফ ইণ্ডিয়া Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া, মাচানতলা
ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট, বাঁকুড়, পিন - ৭২২১০১
মোবাইল নং : ৯১-৮৬৯৫৬২৪২০৫
ইমেল : recvbankro@centralbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী/স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ১৫.০৩.২০২৪ তারিখে নিম্নে বর্ণিত বকেয়া সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি)	দাবি নোটিশের তারিখ / বকেয়া পরিমাণ (লাখ টাকায়) / দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি / ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, ইএমডি জমার শেষ তারিখ
আরতি প্রোকন প্রা লি অশোক কুমার বিশ্বাস (ডিরেক্টর) শ্রীমতি সংহিতা বিশ্বাস (ডিরেক্টর) শ্রী অর্ণব বকসি (অর্জুন বকসি এবং কাকলি বকসির ডিরেক্টরের আইনি উত্তরাধিকারী) পুরুলিয়া শাখা	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী :** অর্জুন বকসি এবং অশোক কুমার বিশ্বাস **সম্পত্তির তপশিল : (সম্পত্তি শ্রী অর্জুন বকসি এবং অশোক কুমার বিশ্বাসের নামে) :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি মৌজা : নদিহা, জেএল নং ০৩, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩০০৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৫, হোল্ডিং নং ১০৮/১, ওয়ার্ড নং ০৭, পুরুলিয়া পুরসভা, থানা : পুরুলিয়া (টাউন), জেলা : পুরুলিয়া। **জমির এরিয়া :** আনুমানিক ৯.৯৩ ডেসিমেল (কমবেশি), খালি প্লট বাস্তু জমি অবস্থিত মৌজা : নদিহা, পুরুলিয়া পুরসভা অধীন, থানা : পুরুলিয়া, জেলা : পুরুলিয়া। **সম্পত্তির ঠিকানা :** মৌজা : নদিহা, জেএল নং ০৩, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩০০৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৫, হোল্ডিং নং ১০৮/১, ওয়ার্ড নং : ০৭, পুরুলিয়া পুরসভা অধীন, থানা : পুরুলিয়া (টাউন), জেলা : পুরুলিয়া। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : জীতেন চক্রবর্তীর ভবন, পূর্বে : অসিত দরিপার সম্পত্তি, পশ্চিমে : চাইবাসা রোড সমন্বিত।	১৩.০৯.২০২৩ / ১৯১.০৬ লাখ টাকা / ১৭.১১.২০২৩	সংরক্ষিত মূল্য : ৭১.৫০ লাখ টাকা / ইএমডি : ৭.১৫ লাখ টাকা / ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ০.১০ লাখ টাকা	ই-নিলামের তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪ সময় : দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ সহ ইএমডি এবং তথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময় (অনলাইন) : ১৪.০৩.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

১. **ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৫.০৩.২০২৪ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
২. **ইএমডি এবং নথিতথ্যাদি জমার শেষ তারিখ এবং সময় ১৪.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
৩. ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশগ্রহণের জন্য, ইচ্ছুক দরদাতাদের অবশ্যই তাদের বিস্তারিত পরিষেবা প্রদানকারী **https://mstcecommers.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে নথিভুক্ত করতে হবে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে। ইচ্ছুক দরদাতাদের শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp** এবং জামিনদত্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** লিঙ্কটি দেখুন। আগ্রহী দরদাতারা যাদের লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি, ডেটা আপলোড করা, বিড জমা দেওয়া, ই-বিডিং প্রক্রিয়ার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য সহায়তা প্রয়োজন, তারা **www.mstcecommerce.com**-এ এবং সেন্ট্রাল হেল্পডেস্ক নম্বর ০৩৩-২২৯০১০০৪-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
৪. দরদাতা **https://mstcecommers.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করবেন এবং কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোড করবেন এবং পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাই করার পরে, ইএমডি এনইএফটি/স্থানান্তরের মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে জমা করতে হবে **(https://mstcecommers.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** থেকে চালান তৈরির পরে)।
৫. **যেকোন সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য, দরদাতারা শ্রী বিনয় তিওয়ারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, মোবাইল নং ৮৪৮৯৯০৩০৮০/৮৩৪৮৬১১১৯৭, ইমেল আইডি bmbank0116@centralbank.co.in, অফিস চলাকালীন যেকোনো কর্মদিবসে।**
৬. যদি ব্যাঙ্ক/অনুমোদিত অফিসার বিক্রয়কৃত সুরক্ষিত সম্পত্তির প্রকৃত দখল ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়, নিলামের তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে, নিলাম ক্রেতার দ্বারা জমাকৃত অর্থ ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হবে যদি অনুরোধ করা হয় ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলামের তারিখের আগে আপ টু ডেট সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য, ব্যর্থ হলে সম্পত্তি নিলাম/বিক্রয় করা হবে অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, সুদ ও খরচ সহ আদায়ের জন্য।

তারিখ : ১৬.০১.২০২৪ Authorized Officer
স্থান : বাঁকুড়া Central bank of India

সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ৩, মোট ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালি কাণ্ডে নতুন করে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ফলে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭। ধৃত তিন জনকে মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ধৃতদের নাম এনামুল শেখ, আইজুল শেখ ও হাজিনুর শেখ। এনামুল ও আইজুলের বাড়ি ন্যজাট থানার বড় আজগরা গ্রামে। হাজিনুর শেখের বাড়ি সন্দেশখালি থানার সরবেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখ পাড়ায়। ভিডিও ফুটেজ দেখে তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তবে এই তিন অভিযুক্তের পরিবারের দাবি, তাঁদের স্বামী ও ছেলেরা ওইদিন ঘটনাস্থলে ছিল না। পরিকল্পনা করে ফাঁসানো হচ্ছে। সোমবার ন্যজাট থানার সরবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখ পাড়ায় নিজের মেছোঘেরিতে রাতে পাহারায় ছিল তারা। পুলিশ গিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায়।তিন অভিযুক্তকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

হাজি নুর শেখের স্ত্রী মারিয়া শেখের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর স্বামীর যোগ নেই। তারা মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। মাছের ভেড়ি পাহারা দিচ্ছিল। সেই সময় তাঁর স্বামীকে তুলে আনা হয়েছে। মারিয়া বলেন, 'আমাদের কন্যা সন্তান ও একটি ছোট বাচ্চা রয়েছে। তাই নির্দোষ স্বামীকে জামিন দেওয়া হোক।' ন্যজাট থানার বড় আজগরা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার অন্য দু'জনের আত্মীয় হাবিবুর শেখ বলেন, 'আমার দাদা ভাইরা নির্দোষ। তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। মাছ চাষ করে আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। চক্রান্ত

স্ত্রীকে খুন দেহ ছয় টুকরো! পরে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। মেয়ের বাড়ি গিয়ে তেমনটাই বলেছিলেন মধ্যমগ্রাম থানার উত্তর জোজরার বাসিন্দা নুরউদ্দিন। তবে মেয়ের সন্দেহ হয়। তা আঁচ করেই মেয়ের সঙ্গে থানায় গিয়ে স্ত্রীর নামে নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিলেন নুরুউদ্দিন। আর সেই তদন্তেই বেরিয়ে এল কেঁচো খুঁড়তে কেউটে!

পুলিশ সূত্রে খবর, চাপে পড়ে একসময় নুরউদ্দিন স্বীকার করেছেন স্ত্রীর দেহ টুকরো টুকরো করে দেহ জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। দেহের কিছু অংশ উদ্ধার হয়েছে। আর পুলিশের অনুমান, তদন্তে অগ্রগতির জেরে বিপদ বুঝেই নুরউদ্দিন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন পরে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সায়রা বানু (৪৫)। ৭ দিন পর গঙ্গানগর খাল থেকে দেহের একাংশ উদ্ধার করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। এখনও দুটি পা, দুটি হাত ও মাথা পাওয়া যায়নি। বছর ৫৫ এর স্বামী নুরউদ্দিন মণ্ডল বর্তমানে পুলিশের তত্ত্বাবধানে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি।

পুলিশ জেরায় জানতে পেরেছে গত ৮ তারিখে স্ত্রী সায়রা বানুকে খুন করে নুরউদ্দিন। কয়েকদিন পরে নিখোঁজ বলে মাধ্যমগ্রাম থানায় ডায়েরি করেছিলেন তিনি। পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে বুঝতে পারে পাশের খালেই কুপিয়ে তাকে

ফেলেছে নুরউদ্দিন। মধ্যমগ্রাম থানার রোহান্ডার খালের ভেতর থেকে পুলিশ ওই মৃত মহিলার দেহের অংশ উদ্ধার করেছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

নুরউদ্দিন মণ্ডল নজরবন্দি রয়েছেন বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। অভিযোগ গত সোমবার রাতে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে নুরুদ্দিন জানান স্ত্রী সায়রা বানু বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এরপরে সন্দেহ হয় মেয়েরও। মেয়ের সন্দেহ আঁচ করেই মধ্যমগ্রাম থানার মতির পোল ফাঁড়িতে নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে নুরুদ্দিনও। সঙ্গে ছিল তাঁদের মেয়েও।

এরপর থেকেই পুলিশ বিভিন্ন ভাবে খোঁজখবর চালাতে থাকে। পুলিশের ধারমা, রহস্য ভেদ হতে চলেছে বুঝে, ধরা পড়ার ভয়ে ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন নুরউদ্দিন। হাসপাতলে ভর্তি করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করে।

তবে মৃতদেহ কোথায় ফেলেছে তা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নুরউদ্দিন। এরপরে নুরুউদ্দিন তার ছোট ছেলেকে ডেকে আইনজীবীর কাছে সমস্ত কথা স্বীকার করে। মতিরখালে নৌকো নিয়ে খোঁজ শুরু করলে বস্তাবন্দী দেহ উদ্ধার হয় সায়রা বেনুর। ৬ টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এমনটাই পুলিশ সূত্রে খবর। শুধুমাত্র গলা থেকে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ পাওয়া গেল মাথা হাত পা এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে পরিবারের সদস্যরা উপযুক্ত শাস্তির দাবিও জানিয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার সকালে একটি পিকআপ ভ্যান ও বাইকের সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শালবনি থানার ভাতমোড় - ভাদুতলা রাজ্য সড়কের জাড়া এলাকায়। মৃত বাইক চালকের নাম অজিত মাহাতো (৩০)। বাড়ি শালবনি থানারই চাঁইপুর গ্রামে। পেশায় রাঁধুনি ওই যুবক সকাল ৮টা নাগাদ ভাতমোড় থেকে বাইকে করে ভাদুতলার দিকে যাচ্ছিলেন। উলটো দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে তাঁর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বাইক সহ ছিটকে পড়েন অজিত।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মঙ্গলবার সকালে বনগাঁ ছয়ঘড়িয়া সেন্ট জোসেফ স্কুলে ছেলেকে দিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন বনগাঁ শিমুলতলার বাসিন্দা সৌমেন পাল ও শ্রাবণী পাল। সেই সময় ছয়ঘড়িয়া এলাকায় যশোর রোডের ওপরে পিছন থেকে আসা লরি পিষে দিল স্ত্রী শ্রাবণী পালকে, গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি স্বামী সৌমেন পাল। এই ঘটনা নিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী মাছের মেলাকে ঘিরে সরগরম হুগলির দেবানন্দপুর এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রত্যেক বারের মতো এবছরেও মাছের মেলাকে ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে হুগলি জেলার আদিসপ্তগ্রাম দেবানন্দপুর এলাকার কৃষ্ণপুর অঞ্চল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ ৫১৭ বছর আগে শ্রীমত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ঘরে ফেরাকে ঘিরে কৃষ্ণপুরে উত্তরায়ন নামে এই উৎসবের সূচনা হয়। এখানে এদিন দিনভোর নাম সংকীর্তনের

পাশাপাশি বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে এক বিরাট মেলাও বসে। তবে এই মেলায় জিলিপি, পাপড় ভাজা, নাগর দোলনার থেকে মাছের আকর্ষণ বেশি বলাই বাহুল্য। নিয়ম মেনেই প্রতি বছর পয়লা মাঘ এখানে হরেক মাছ বিক্রি হওয়ার সুবাদে সাধারণ মানুষের কাছে এই মেলা ক্রমেই 'মাছের মেলা' হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। জানা যায় এই এলাকায় একসময় জমিদার ছিলেন গোবর্ধন মজুমদার। তাঁর একমাত্র সন্তান রঘুনাথ দাস পরবর্তীকালে উপাধি পেয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী হয়ে ওঠেন। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য পুরীধামে যাত্রা করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের পারিষদ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেবেন বলে পানিহাটিতে তাঁর কাছে যান রঘুনাথ। তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর হওয়ায় তাঁকে দীক্ষা দেননি নিত্যানন্দ। তবে ছোট্ট রঘুনাথের ভক্তির পরীক্ষা নেন তিনি। সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। বাড়ি ফেরে রঘুনাথ। এই মাছ-মেলার সূত্রপাত হয় রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পরেই। দীর্ঘ ৯ মাস পরে রঘুনাথ বাড়ি ফিরলে জমিদারের কাছে স্থানীয়রা কাঁচা আমের টক ও ইলিশ মাছ খাওয়ার আবদার করেছিলেন। শীতকালেও প্রজাদের সে আবদার রাখেন গোবর্ধন গোস্বামী। তারপর থেকেই পাঁচশো বছর ধরে পয়লা মাঘ কেষ্টপুরে এই মাছের মেলা হয়ে আসছে। সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হওয়ার দিন মেলা হয় বলে এই মেলার নাম উত্তরায়ণ মেলা হলেও কেষ্টপুরের মানুষের কাছে এটি মাছের মেলা নামে পরিচিত। ৫০ গ্রাম থেকে শুরু হয়ে ৫০ কেজি বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ধরনের মাছ নিয়ে হাজির হন মাছ ব্যবসায়ীরা। এ বার ৩৪ কেজি ওজনের একটি বাগার মাছ সকলের নজর কেড়েছে। লাভ লোসকান যাই হোক না কেনো এক দিনের এই মেলায় জেলা তথা জেলার বাইরের মৎস্য ব্যবসায়ীদের আসা চা - ই - চাই।

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্যে ছাত্রীকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্য রাস্তায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় কোপ মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে পুরাতন মালদা থানার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আট মাইল এলাকায়। রক্তাক্ত ছাত্রী ও তার সহপাঠীদের চিৎকার শুনে আশেপাশের গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। অভিযুক্ত যুবককে ধাওয়া করলে এলাকা থেকে পালিয়ে যায় সে। এরপরেই সংকটজনক অবস্থায় ওই ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন ওই ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

এদিকে দিনে দুপুরে এমন ঘটনার জেরে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে পুরাতন মালদার আট মাইল এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ছাত্রীর নাম সুদীপা স্বর্ণকার (১৩)। সে আট মাইল এলাকার একটি

বেসরকারি বাংলা মিডিয়ামের অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত। ওই ছাত্রীর বাড়ি গোয়ালপাড়া এলাকায়। এদিন স্কুল ছুটির পর কয়েকজন সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। সেই সময় অভিযুক্ত যুবক আচমকায় চাকু নিয়ে ওই ছাত্রীর ওপর হামলা চালায়। প্রকাশ্য রাস্তায় ওই ছাত্রীর গলা কেটে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে। এরপরই অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এদিকে এই হামলার ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী যুবকের নাম উজ্জ্বল মণ্ডল (২৩)। তার বাড়ি ওই বেসরকারি স্কুলের পাশেই। দীর্ঘদিন ধরেই ওই ছাত্রীকে ছেলেটি উত্যক্ত করছিল। ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করাতেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

আহত ছাত্রীর এক সহপাঠী ছায়া বর্মন পুলিশকে জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই উজ্জল মণ্ডল নামে এক যুবক সুদীপাকে বিরক্ত করছিল। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটে নানাভাবে উত্যক্ত করছিল। এই ঘটনায় সুদীপা প্রতিবাদ করেছিল। এদিন স্কুল ছুটির পর কয়েকজন মিলেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তারা। ওই যুবক জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আচমকা সুদীপাকে ধরে গলায় এলোপাথাড়ি চাকু দিয়ে কোপ মারতে থাকে। তাদেরচিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সায়নি সাহা বলেন, 'অভিযুক্ত ছেলেটির বাড়ি স্কুলের পাশেই । ওই ছাত্রীটিকে কয়েকদিন ধরে বিরক্ত করছিল। তারই প্রতিবাদ করেছিল সুদীপা। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি।' পুলিশ সিসিটিভির ফুটেছ তদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে।

স্কুল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই ঘটনায় প্রবল আতঙ্ক তৈরি হয়েছে পড়ুয়া ও অভিভাবক মহলে।

রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত কে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে সামিল হতে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বুদবুদের ভরতপুরের বাসিন্দা নিত্যানন্দ পুরি। মঙ্গলবার তাঁকে পানাগড়ের লক্ষী নারায়ণ মন্দিরে সংবর্ধনা জানান পানাগড়ের বাসিন্দারা। একই সঙ্গে তাঁর দুই সহযোগী সন্ন্যাসী মণ্ডল ও তপন কুমার মণ্ডলকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। মঙ্গলবার তাঁরা পানাগড় থেকে অযোধ্যার উদ্যেশ্যে রওনা দেন। এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা ১৯৯০ সালের ঘটনার কথা তুলে ধরে তাঁরা জানান, ওই দিন তাঁরা ট্রেন থেকে নেমে অযোধ্যার পথে এগোতেই পুলিশ তাদের কী ভাবে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যায়। তবে তারা ভরসা ছাড়েননি। তাঁদের আশা ছিল, একদিন তাঁদের উত্তরসূরিরা অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই ভরসা আজ সফল হতে দেখছেন তাঁরা। আগামী ২২ তারিখ অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন হবে। সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সামিল হতে পারবেন বলে খুশি সকলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একই ভাবে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

জয়দেবে বাউল কীর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের অনুষ্ঠান

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: দ্বিতীয় দিনে জমে উঠেছে জয়দেব মেলা। মকর সংক্রান্তির দিন প্রায় ১ লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছিলেন অজয় পাড়ে রাধা বিনোধ মন্দিরে। দ্বিতীয় দিনেও জয়দেব পদ্মাবতী আশ্রম সংলগ্ন কদম্বখন্ডির ঘাটে পা ফেলার জায়গা নেই। বিনিদ্র রাত্রি যাপনের পর ভক্তবৃন্দ মঙ্গলবার দুপুরে ব্যস্ত আখড়ায় পংক্তি ভোজনে। সকাল দশটায় একদিকে ভক্তি ভবনে চলছে সাহিত্য বাসর। বীরভূম সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে জয়দেব অঞ্চল সংস্কৃতি সেবা কেন্দ্রর সহযোগিতায় এবং দেউল পত্রিকার আয়োজনে সারাদিনব্যাপী চলল সাহিত্যের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে হাজির কবি অরুণ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে এ মান্নাফ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন পরিচালক ও কবি বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায় এবং আশানন্দন স্মৃতি পুরস্কার পেলেন কবি অসিকার রহমান। অন্যদিকে বিভিন্ন আশ্রম ও আখড়ায় চলছে বাউল ও কীর্তন গান। সরকারি মঞ্চে সাহিত্য সভার পাশাপাশি চলছে বাউল কীর্তন গানের আসর। রাধা বিনোদ মন্দিরে ভক্তদের ভিড় আজও চোখে পড়ার মতো, সর্বত্রই চলছে বীরভূম পুলিশের কড়া নজরদারি।

সিউড়ি পীরতলা ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন গঞ্জেলস্কর অলির দরগা শরীফে হযরত পীর শাহ মহম্মদ ইসমাইল এর সিদ্ধি লাভ উপলক্ষে উরস উৎসব।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 31.12.2023 অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৭৭৯.৪১	১,৩২০.৭৮	১,৩৬৪.৩৬	৪,২১০.৪১	৩,৯৮০.৭০	৫,১৫৩.৫৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৯০.৬৭	(১৩৩.৮৩)	৩.৭৩	১৯২.২২	(১৯৭.৪৩)	(৩১৫.৭৫)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৯০.৬৭	(১৩৩.৮৩)	৩.৭৩	১৯২.২২	(১৯৭.৪৩)	(৩১৫.৭৫)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮১.৯৩	(১১২.৭১)	৩.৪৪	১৬৫.০৭	(১৯৯.৮০)	(৩৩৫.৬২)
৫	অচলতি কার্যাদি						
	কর পূর্ব অচলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি)	৬.১৭	(০.৩২)	(০.২৭)	৬.১৭	(০.৩৪)	(০.৬৪)
	কর পরবর্তী অচলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি)	৬.১৭	(০.৩২)	(০.২৭)	৬.১৭	(০.৩৭)	(০.৭২)
৬	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) - চলতি এবং অচলতি কার্যাদি	৮৮.১০	(১১৩.০৩)	৩.১৭	১৭১.২৪	(২০০.১৭)	(৩৩৬.৩৪)
৭	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৮২.৫২	(৯৯.৮৭)	২.০৯	১৮৬.৬৮	(১৯৪.০৫)	(৩৫৩.২৫)
৮	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৯	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)						১৭,৮৭১.৮২
১০	শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটির						
	মৌলিক - চলতি কার্যাদি	২.৬৫	(৩.৬৪)	০.১১	৫.৩৩	(৬.৪৬)	(১০.৮৪)
	মিশ্রিত - চলতি কার্যাদি	২.৬৫	(৩.৬৪)	০.১১	৫.৩৩	(৬.৪৬)	(১০.৮৪)
	মৌলিক - অচলতি কার্যাদি	০.২০	(০.০১)	(০.০১)	০.২০	(০.০১)	(০.০২)
	মিশ্রিত - অচলতি কার্যাদি	০.২০	(০.০১)	(০.০১)	০.২০	(০.০১)	(০.০২)

দ্রষ্টব্য :-
১. উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে পরিচালন পর্ষদের সভায় পর্যালোচিত এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের সভায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড (স্ট্যান্ডঅ্যালোন তথ্য) -এর অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল :

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৭৭৯.৪১	১,৩২০.৭৮	১,৩৬৪.৩৬	৪,২১০.৪১	৩,৯৮০.৭০	৫,১৫৩.৫৬
২	কর পূর্ববর্তী সাধারণ কার্য থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৯০.৬৭	(১৩৩.৮২)	৩.৭৩	১৯২.২২	(১৯৭.৪৩)	(৩১৫.৭৫)
৩	কর পরবর্তী সাধারণ কার্য থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৮১.৯৩	(১১২.৭০)	৩.৪৩	১৬৫.০৭	(১৯৯.৮০)	(৩৩৫.৬২)

৪. উপরোক্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা **www.nseindia.com** -তে পাওয়া যাবে। একই ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -তেও উপলব্ধ হবে।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: হায়দরাবাদ
তারিখ: ১৬.০১.২০২৪

আদিবাসী ক্যালেন্ডারে শেষ ও শুরুতেই তিরন্দাজির পরীক্ষা

ভেজা বিন্দা উৎসবেই গ্রামের বীর নির্বাচন

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

আদিবাসী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মকর সংক্রান্তির দিন শেষ হয় বছর। মঙ্গলবার থেকে শুরু নতুন বছর। তীরন্দাজ পরীক্ষার মাধ্যমে বছরের শেষ ও শুরুতে গ্রামের শ্রেষ্ঠ বীরকে নির্বাচনের পদ্ধতি শত শত বছর ধরে চলে আসছে আদিবাসী সমাজে। সময়ের বিবর্তনে সেই পদ্ধতি এখন পরিণত হয়েছে আদিবাসী সমাজের বিশেষ একটি উৎসবে। স্থানীয় ভাষায় যে উৎসবের নাম ভেজা বিন্দা উৎসব।

একসময় আদিবাসী মানুষরা ছিলেন অরণ্যচারী। চাষাবাদের কৌশল সে ভাবে রপ্ত করতে না পারায় জঙ্গলের পশু শিকারই ছিল তাঁদের মূল জীবিকা। জঙ্গলের মাঝে মাঝে থাকা ছোট ছোট গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষের জীবনের প্রতি মূহুর্তে ছিল সাপের হাতে প্রাণ হারানোর আশঙ্কা। গহন অরণ্যের সাপের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য অরণ্যচারী আদিবাসী মানুষের হাতে অন্যতম অস্ত্র ছিল তির ধনুক। এই তির ধনুকে যে যত পারদর্শী সে তত বড় বীর হিসাবে গণ্য হত। বছরের শুরুতেই গ্রামের সেই শ্রেষ্ঠ বীর নির্বাচনের প্রক্রিয়া সেরে ফেলতেন গ্রামের মানুষ।

কোনও নির্বাচন বা মনোনয়ন নয়, তিরন্দাজির কঠিন পরীক্ষা দিয়ে এই বীরত্বের প্রমাণ দিতে হত ওই বীরকে। আদিবাসীদের তিরন্দাজিতে বীরত্বের এই প্রমাণ দেওয়ার পদ্ধতির নাম ভেজা বিন্দা। মকর সংক্রান্তির বিকেলে অথবা পরের দিন সকালে গ্রামের সমস্ত মানুষ জড়ো হতেন গ্রাম লাগোয়া একটি ফাঁকা মাঠে। সেখানে পুজো অর্চনা করে আগে থেকেই একটি কলা গাছ বা ভ্যারেন্ডা গাছের ডাল পুঁতে রাখা হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে সেই কলা গাছ বা ভ্যারেন্ডা গাছের ডালকে তিরের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করাই লক্ষ্য হয় গ্রামের মানুষের।

সার দিয়ে সকলেই চেষ্টা করেন লক্ষ্যভেদের। কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারলেই তাঁর মাথায় ওঠে বীরের পালক। বীরের মাথায় আদিবাসীদের বিশেষ সম্মানের নতুন পাগড়ি পরিয়ে দেন গ্রামের মাঝি বাবা। তারপর সেই বীরকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের জগ মাঝির ঘরে। সেখানে সেই বীরের পা ধুইয়ে তাঁকে বাড়িতে স্বাগত জানান জগ মাঝির পরিবারের মহিলারা। তারপর তাঁকে খাইয়ে বিশেষ

সম্মান জানানো হয়। তিরন্দাজির মাধ্যমে নির্বাচিত ওই বীর নতুন বছর ভর বিশেষ সম্মান পান গ্রামে।

অতীতের স্বাপদ সঙ্কুল জীবনযাত্রায় গোটা বছর গ্রাম রক্ষায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হত এই বীরকে। শিকারেও নেতৃত্ব দিতে হত বীরকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় বদল হয়েছে। বীরের সেই ভূমিকাও এখন গৌণ। কিন্তু তারপরও সংস্কৃতির পরম্পরায় আজও ভেজা বিন্দা রয়েছে আদিবাসী গ্রামগুলিতে। ভেজা বিন্দা রয়ে গিয়েছে নিছকই একটি আদিবাসী উৎসব হিসাবে। আদিবাসীদের দাবি, শুধু বীর নির্বাচন করাই এই ভেজা বিন্দার মূল উদ্দেশ্য তাই নয়, শাস্ত্রমতে বছরভর গ্রামকে নিরাপদ রাখতে ভেজা বিন্দার মধ্য দিয়ে বিনাশ করা হয় অশুভ শক্তির।

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩ ১৫৬৯, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com
CIN : L51909WB1995PLC071730

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৬৭২.৭৭	৬৮১.৯২	১,৮৪৪.১৪	৫,৭৫৬.৬৩	৩,৭৩৪.৪৯	৪,৪৫৫.৫৪	৩,০৩১.৭৬	১,০৭২.২৪	২,১৪৯.৬২	৬,৮৩৬.১০	৪,৬৭০.১৪	৬,৭২৮.৪৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	২,০০৮.০৪	২৩৩.৪০	১,২৪৪.৩৮	৪,১৫৯.৮২	২,৪৫৫.৬০	২,৬৩৪.৬৪	১,৯৬১.২৭	৯৮৫.০২	১,৯৬২.০১	৫,৮০৩.৫৩	৪,৬২১.৬৫	৪,৬২২.৬৭
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২,০০৮.০৪	২৩৩.৪০	১,২৪৪.৩৮	৪,১৫৯.৮২	২,৪৫৫.৬০	২,৬৩৪.৬৪	১,৯৬১.২৭	৯৮৫.০২	১,৯৬২.০১	৫,৮০৩.৫৩	৪,৬২১.৬৫	৪,৬২২.৬৭
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,৫১৯.৫৭	২৮০.৪৭	১,১৫০.২৫	৩,৩৩১.৩৮	২,২৫০.৫৫	২,৩৪৮.৬৪	১,৩৩৫.১৬	৮৩৫.৯০	২,১২৫.১৭	৪,৬৩৮.৮৮	৪,০৩২.২৬	৩,৮৫৩.২৮
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৪,৫২৪.৮৮	১,৭৯৬.০৫	২,২৫৫.১৯	১০,৯৬৭.০৭	৪,৪০১.৭৬	৪,০৫৮.৮৬	৭,৪৪১.৬১	৪,২১৫.৩১	৩,০৪৭.৩৪	২১,২৪২.৩৮	৫,৪৯১.১৮	৩,৭২৫.৫২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য)												
	মৌলিক	৫.৫৭	১.০৩	৪.২২	১২.২১	৮.২৫	৮.৬১	৪.৯৫	৩.১০	৭.৮৮	১৭.১৯	১৪.৯৪	১৪.২৮
	মিশ্রিত	৫.৫৭	১.০৩	৪.২২	১২.২১	৮.২৫	৮.৬১	৪.৯৫	৩.১০	৭.৮৮	১৭.১৯	১৪.৯৪	১৪.২৮

দ্রষ্টব্য -
১. উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা সমীক্ষিত এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের সভায় কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের ('দি কোম্পানি') পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও নথিভুক্ত। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উপরোক্ত ফলাফলের উপর সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ('ইন্ড এএস') অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫ (অ্যামেন্ডমেন্ট) দ্বারা সংশোধিত মতো।
৩. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** -এ পাওয়া যাবে। এইটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com** -তেও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪

শাহজাহানের বাড়ি সিল করা হয়নি কেন প্রশ্ন বিচারপতির

‘নিখোঁজ’ শাহজাহানের আদালতে অবস্থান বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে গ্রামবাসীদের হাতে ইডির অফিসারদের মারধরের ঘটনার পর ১১ দিন অতিক্রান্ত। এখনও অধরা শেখ শাহজাহান। সোমবারের পর মঙ্গলবার এ ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। শুধু তাই নয় মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন প্রশ্ন করা হয়, ইডি আধিকারিকদের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনার পর পুলিশ শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়েছিল কি না? গেলেও বাড়িটা সিল করা হল না কেন শুনানিতে সেই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। এরই রেশ ধরে বিচারপতি সেনগুপ্তর মন্তব্য,‘পুলিশের তদন্তের ধরন পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার মতো মনে হচ্ছে।’

অন্য দিকে, ‘নিখোঁজ’ তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে তাঁর আইনজীবী মারফৎ বার্তা পাঠান, সোমবার সন্দেশখালির মামলায় যুক্ত হওয়ার যে আবেদন তিনি জানিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করতে চাইছেন। তবে আইনজীবী এ-ও জানান, আদালত চাইলে তাঁর মক্কেল যুক্ত হবেন।

এদিকে, খাতায় কলমে এখনও অধরা শেখ শাহজাহানকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না তা জানতে চান বিচারপতি। মঙ্গলবার শুনানির শুরুতেই সরকারি আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি সেনগুপ্ত জানতে চান, ‘মূল অভিযুক্ত এখন গেপ্তার হয়নি, পুলিশ কী করছে?’সরকারি আইনজীবী জানান, মঙ্গলবার ভোরেই আরও তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭ জন। এরপরই বিচারপতিকে বলতে শোনা যায়, ‘শেখ শাহজাহান কতখানি প্রভাবশালী তা ইডি আধিকারিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় স্পষ্ট। শাহজাহান এতটাই প্রভাবশালী যে রাজ্যের পুলিশ তাঁর নাগাল পাচ্ছে না।’

সন্দেশখালি-মামলায় ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশকে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। ইডি আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এও জানতে চান, পাথর দিয়ে আঘাতের কথা জানার পরও লঘু ধারা দেওয়া হল কেন ?

শুনানিতে এজি কিশোর দত্ত জানান, গত ৫ জানুয়ারি, ঘটনার দিন শাহজাহানের বাড়িতে গেলেও ভিতরে যাওয়া হয়নি। এ কথা শুনে বিচারপতি এজিকে উদ্দেশে বলেন, ‘আপনার কাছে তো বাড়ি সিল করার ক্ষমতা আছে।’ এরই প্রেক্ষিতে এজি কিশোর দত্ত বিচারপতি সেনগুপ্তকে জানান, ঘটনাস্থল সন্দেশখালির মধ্যে পড়ে না, ন্যাজাট থানার আওতায় পড়ে তাই ওই থানাকে জানানো হয়েছিল। এরপরই তল্লাশি যে চালানো হয়েছে, সেই রেকর্ড কোথায়, জানতে চান বিচারপতি। এজি জানান, সেদিন রাতেই বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘কী পেলেন সেখান থেকে? প্রতিবেশীদের কিছু জিজ্ঞেস করলেন? না বাড়িটা দেখেই চলে এলেন?’ এরপরই রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, ‘এত সিরিয়াস ঘটনা। বাড়িটা সিলও করলেন না? এটাকেই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা বলে।’

এদিকে এদিন সিআরপিএফ জওয়ানদের সম্পর্কে রাজ্য জানায়, ৮ টা ২১ মিনিটে তল্লাশি শুরু হলেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সকাল ৯ টায় প্রাতঃরাশ খেতে দেখা গিয়েছে। এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে ইডি। ইডি-র আইনজীবী এস ভি রাজু আদালতে জানান, ‘এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বানানো গল্প।’

এদিকে আদালতে এদিন যখন চাপ বাড়ছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ওপর ঠিক সেই সময়েই কলকাতা হাইকোর্টে নিজের অবস্থান বদলালেন ‘নিখোঁজ’ তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। সোমবারই সন্দেশখালি মামলার পার্টি বা অংশ হতে চেয়েছিলেন তিনি, স্বশরীরের নয় আইনজীবীর মাধ্যমে। তবে মঙ্গলবারে আইনজীবী মারফৎ তিনি জানান, আপাতত পার্টি হতে চান না তিনি।

বেপরোয়া গতি! দুই বাসের সংঘর্ষে বেলেঘাটায় আহত অন্তত ২৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের বেপরোয়া গতির জেরে আহত ২৯ জন বাসযাত্রী। মঙ্গলবার দুপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে বেলেঘাটার রানি রাসমনি বাজারের কাছে। ঘটনায় আহত হন ২৯ জন যাত্রী। আহতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। আহতদের নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। শিয়ালদহ থেকে ধামাখালির দিকে যাওয়া ৪৪/১ রুটের একটি বাসের সঙ্গে বেলেঘাটার থেকে শিয়ালদহগামী একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার প্রতিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে দু’টি বাসেরই সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনার জেরে যানজট তৈরি হয় শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা বেলেঘাটা মেইন রোডে।

এই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, এদিনের দুর্ঘটনায় পড়া দুটি বাসেরই গতিবেগ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ছিল। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা থাকায় হু হু করে ছুটছিল দুটি বাস। রানি রাসমণি বাজারের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন একটি বাসের চালক। এরপরই বাসটি লেন পরিবর্তন করে অন্য লেনে চলে যায়। তাতেই উল্টো দিক থেকে আসা বাসটির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে।

অন্য বাসটিরও গতি বেশি থাকায় অপর বাসের চালকও পাশ কাটাতে পারেননি। এরপরই দুটি বাসের সংঘষের শধে কেঁপে ওঠে এলাকা। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, দুটি বাসে ৫০-৬০ জন যাত্রী ছিলেন। প্রচণ্ড অভিঘাতে আসন থেকে ছিটকে পড়েন তাঁরা। কারও কপাল, মাথা, কারও ঠোঁট ফেটে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই ছুটে এসে প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরাও। দ্রুত আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কমবেশি প্রায় জনা চল্লিশেক যাত্রী আহত হন। তবে এর মধ্যে ২৯ জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।এই ঘটনায় দুই বাসচালককে আটক করে পুলিশ।

ফ্ল্যাট সংক্রান্ত প্রতারণা মামলায় নুসরতকে হাজিরা দিতে হবে কোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফ্ল্যাট সংক্রান্ত প্রতারণা মামলায় ডাক পড়ল বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানের। মঙ্গলবার আলিপুর জজ কোর্টের নির্দেশে নিম্ন আদালতে সশরীরে হাজিরা দিতেই হবে টলিউডের নায়িকা তথা বসিরহাটের সাংসদকে।

এর আগে আলিপুর আদালতে ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলার শুনানি হয়েছিল। সেই সময় বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে আদালতে হাজিরা এড়িয়ে যান সাংসদ নুসরত জাহান। যাতে তাঁকে সশরীরে হাজির থাকতে না হয় সেই কারণে আলিপুর জজ কোর্টের দ্বারস্থও হতে দেখা যায় সাংসদ নুসরত জাহানকে। কিন্তু, আলিপুর আদালতের নির্দেশ বহাল রেখেছে জজ কোর্টও। বিচারক জানান, এই মামলায় হাজিরা দিতে হবেই নুসরত জাহানকে।

এর আগে প্রতারিতদের আইনজীবী সওয়াল করেছিলেন, নুসরত জাহানকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার বিষয়ে। তাঁর কথায়, এই মামলায় অন্তত একবার হাজিরা দিতে বলা হোক নুসরত জাহানকে। সঙ্গে বন্ড জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হোক।

প্রসঙ্গত, ২০১৪-১৫ সালে সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন নুসরত জাহান। অভিযোগ ওঠে, সেই সময় সংস্থাটি ব্যাঙ্ক কর্মীদের থেকে টাকা নিয়েছিল ফ্ল্যাট তৈরি করার নামে। উপভোক্তাদের দুই কামরার ফ্ল্যাট দেওয়া হবে বলে বলা হয়। পাশাপাশি হিডকোর থেকে তিন কামরার ফ্ল্যাট দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। যদিও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি। এরপর ওই ব্যাঙ্ক কর্মীরা গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে ওঠে প্রতারণা মামলায়। এই প্রতারিতদের নিয়ে ইডি-র দপ্তরে যান বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডাও। যদিও নুসরত জাহান দাবি করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন।

এই ঘটনায় গত ১২ সেপ্টেম্বর নুসরত জাহানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। ঘটনায় নুসরতের আয় ব্যয়ের হিসাব তাঁর কোম্পানির সঙ্গে যোগসূত্র ধরে শুরু হয় তদন্ত। এই যাবতীয় অভিযোগ ওঠার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সাংসদ। তাঁর দাবি ছিল, ওই সংস্থার থেকে তিনি কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। তা পরে মিটিয়েও দেন তিনি। এই ঘটনায় দুর্নীতির কোনও হদিশ মিললে যা সকলে বলবে তাই হবে, এই মন্তব্য করতে শোনা যায় নুসরত জাহানকে। যদিও গোটা বিষয়টিকে সামনে রেখে নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিরোধীরা।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৪-এর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। ৪৭ তম কলকাতা বই মেলার শুভ সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে মঙ্গলবার গিল্ডের সাংবাদিক সম্মেলনে গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানান, ‘বই প্রকাশক হিসেবে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর কাগজের প্রয়োজন হয়। তাই এবার প্রথম বই মেলা প্রাঙ্গণে একদিন বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি রাখা হয়েছে। যা এবারই প্রথম।’ একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘বইমেলা প্রাঙ্গণে সিসিটিভির ক্যামেরা থাকবে ২০০ এর বেশি। দমকল বিভাগের তরফ থেকে ব্যবস্থা থাকবে।পর্যাপ্ত পুলিশ থাকবে, যেহেতু এই মেলার উদ্যোক্তা রাজ্য সরকারের। তাই তাদের তরফে সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে। পার্কিং নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সরকার থেকে কেএমডিএ, নগরোন্নয়ন দফতরের মতও সংলগ্ন সরকারি দফতরকে চিঠি দিয়ে আবেদন করা হয়েছে ছুটির দিনে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য।’ সঙ্গে সল্টলেকবাসীদের কাছে গিল্ডের কর্তার আবেদন, তাঁরা যদিন হেঁটে বা অটো টোটোতে আসেন মেলাতে তাহলে পার্কিয়ের সমস্যা অনেকটাই লাঘব হবে।’

২০টি দেশ অংশগ্রহণ করছে এবারের কলকাতা বইমেলায়। তালিকায় রয়েছে ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া, স্পেন, পেরু, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, কিউবা, ডমিনিকান রিপাব্লিক, গুয়াতেমোলা, কোস্তারিকা, থাইল্যান্ড। অন্যদিকে এবারে নতুন রূপে সেজে উঠতে চলেছে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন। সেখানে থাকছে বাংলাদেশের প্রায় ৫০টি নামজাদা প্রকাশনা সংস্থা। তবে শুধু বিদেশি প্রকাশনা সংস্থা নয়, জোর দেওয়া হচ্ছে দেশীয় প্রকাশনা সংস্থার উপরেও। এবারের কলকাতা বইমেলাতে থাকছে দেশের প্রায় সব রাজ্যেরই প্রকাশনা সংস্থা।

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 65/2023-24 & Memo No.: 80, Date: 15.01.2024,** for **27 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **30.01.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Tender Notic

Following an E- tender and two offline tender notice are hereby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post- Hat Bahirgachi, Dt.-Nadia vide **NIT No- 22(e)/ BGP /15th CFC/Road/ 2023-24 and 23, 24/BGP/5th SFC, 15th CFC/2023-24** date- **17.01.2024.** Last date of submission Tender documents on **24.01.2024.** Details information are available in **www.etender.wb.nic.in** and Bahirgachi GP office.

Sd/- Prodhan
Bahirgachi Gram Panchayat
Bahirgachi, Hat Bahirgachi, Nadia

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Spot Quotation vide memo no.01/Painting Work/ Planning Cell/C.M/2023-2024, Dt:-16-01-2024 for painting works in different wards under Chakdaha Municipal area. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

Officer-in-Charge, GGDC at Kaliganj, Debagram, Nadia, invites e-Tender for providing Security Services at the College premises against Tender **ID. 2024_DHE_ 646867_1.** For details, see **http://wbtenders.gov.in** and College website **[www.kaliganjgovtcollege.ac.in].**

Officer-in-Charge
Govt. General Degree College at Kaliganj, Debagram, Nadia.

NIT Memo no.: 32/E.O./ Bishnupur-II dated 16/01/2024

Tender is hereby invited for (22 no work under **Pathashree/ Rastashree Fund)** from Bonafide and resourceful contractors having 40% credential on total estimated cost. Contractors having experience in a single work order within last 5 years will be eligible to apply. Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working day.

Block Development Officer
Bishnupur-II Development Block
South 24 Parganas

N.I.T. No. 11 of 2023-2024

Sealed Tender are invited by the Assistant Engineer, Berhampore Sub-Division-III P.W.Dte. for some works on **15.01.2024**

1. Last Date of receipt of Application:- **22.01.2024 up to 2.00 P.M.**
2. Receipt of Tender in sealed envelope:- **25.01.2024 at 3.00 P.M.**

Assistant Engineer,
PWDte Berhampore
Sub Division No.III

TENDER NOTICE

The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 12 Nos. of flats of Lawyer's Own Co-operative Housing Society Limited, having its Plot at Premises no. 02-0340, Plot No. DC-162, Action Area –1D, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (15 days gap from the date of publication) at **BOX No : T 1701/2024** of newspaper **EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001.,** The Selection Process is the discretionary part of the society.

Tender Notice

Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at : **www.wbtenders.gov.in. NIT No : N24PG/BST-I/PS/N-61/2023-2024 Dated:11/01/2024, N24PG/BST-I/PS/N-62/2023-2024 Dated:13/01/2024,N24PG/BST-I/PS/N-63/2023-2024 Dated: 13/01/2024, N24PG/BST-I/PS/N-64/2023-2024 Dated: 13/01/2024**.Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.

Sd/- Block Development Officer,
Barasat-I Development Block

Sheakhala Gram Panchayat
Sheakhala, Hooghly, 712706

TENDER NOTICE

Tender are being invited from eligible Contractor Vide **Tender No.- i) 17/5th SFC (Tied)/SGP/ 23-24, Date: 11/01/2024, ii) 18/ 5th SFC (Untied)/SGP/23-24, Date: 11/01/2024 and iii) 19/ 5th SFC (Untied)/SGP/23-24, Date: 11/01/2024.** Tender will be available in the Website **www.wbetender.gov.in** & above office. Last date and time of submission of tender paper are on **29/01/2024 at 09:45 AM.**

Sd/-
Prodhan
Sheakhala Gram Panchayat

---

e-TENDER NOTICE

e-TENDER are invited by the Prodhan Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. **e-NIT No: 08(e)/15th C.F.C(TIED)/ NADIA/ BGGP/2023-24. Memo No:016/ BGGP. Dated: 13/01/2024.** Last date of Bid submission: **22/01/2024 up to 9 AM.** For more details please visit : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

NIET No. 17/15TH/JGP/2023-24 & 18/15TH/JGP/2023-24 Memo No:- 12/(4)JGP/e Tender/2023-24 & 14/(4)JGP/e Tender/2023-24

Last Date of Issuing Tender Paper: **31.01.2024 Up to 10.00 Hours**
Submission Date From: **17.01.2024 (10.00 Hours) to 31.01.2024 (10.00 Hours)** Tender Opening Date: **02.02.2024 at 10.00 Hours**
For Details Contact With The Office Of The Undersigned At Any Working Days.

Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeQ No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIQ-44/2ND Call/2023-24 & WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIT-45/2ND CALL/2023-24** for Supply of Battery Operated Hydraulic Tripper as per attached specification for Solid Waste Management under Krishnanagar Municipality & Supply and delivery at site ISI Mark Socket and Spigot jointing system centrifugally cast DI (K7) Pipes for water supply Projects within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender Id: **2024_MAD_ 647175_1 & 2024_MAD_ 647246_1.**

Sd/- Chairman,
Krishnanagar Municipality

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 09/PGP/15th FC/Tied/2023-24
Date of publishing: **16/01/2024 from 5.00 p.m on htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **16/01/2024 from 5.00 p.m**
Bid Downloading ends : **02/02/2024 up to 5.00 p.m**
Last date of Bid submission: **02/02/2024 upto 5.00 p.m**
Technical Bid opening date: **05/02/2024 at 11.00 a.m**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

TENDER NOTICE

Tender is invited within 14 days from the date of this advertisement from reputed and registered contractors having experience of at least 5 years in the field of construction. For the complete construction including finishing work of our G+4 storied MIG residential building (8 nos. of flats) at Premises No. 06-0568, Plot No. AA/II B/73, New Town, Kolkata showing standard specification of material and work for Shaili Cooperative Housing Society Limited at E-mail : **sujoykbasak@gmail.com** Hard copy of your Bid may be sent to the address : AE 635, Salt Lake, Sec-I, Kolkata-64.

Shaili Cooperative Housing Society Limited
Plot-AA/IIB/73, Premises No. 06-0548, New Town, Action Area II, Kolkata

---

Tender Notice

Sealed Tenders vide **Memo NO 08/DGP/2023** Communicated under memo no **06(8)/ DGP/2024 dated 05-01-2024** by the prodhan, Dharampur Gram Panchayat, Hariharpara Block under Murshidabad district. Last date of download & upload tender is **22-1-2024 upto 11.30 Hours.** Intendenting bidders may download tender documents from e proquerment portal of website **http://wbtenders. gov.in.**
Beside this Nit 9/Dharampur **GP/2023-24 dated 09-1-2024** offline sealed tenders are invited for five works of 15th FC & PBG IBRD. Details are given in Office Notice Board

Sd/- Prodhan
Dharampur G.P.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৫.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৮৩-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** বজবজ ঃ স্টেশন ইয়ার্ড এলাকায় পরিকাঠামোগত সুবিধাদি সহ এক্সামিনেশন ইয়ার্ডের উন্নতিবিধান (ফেজ-১)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৯৬,৩৯,৫৪৪.৫৩ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,৪৮,২০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০২.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০২.২০২৪ এ দুপুর ৩.৩০টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে।
(SDAH-340/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

Office of the
Rasulpur Gram Panchayat
Nabagram, Murshidabad

NIeT. No. 07/15th CFC/RGP/ 2023-24, Memo No. 06/En/ RGP/2024, dated-11/01/2024
Date of publishing: **15/01/2024 from 6.00 p.m on htpp:// wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **15/01/2024 from 6.00 p.m**
Bid Downloading ends : **29/01/2024 up to 6.00 p.m**
Last date of Bid submission: **29/01/2024 upto 6.00 p.m**
Technical Bid opening date: **01/02/2024 at 11.00 a.m**
For details logon to **htpp:// wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Rasulpur G.P. Nabagram Block

Office of the
Rasulpur Gram Panchayat
Nabagram, Murshidabad

NIeT. No. 06/15th CFC/RGP/ 2023-24, Memo No. 05/En/ RGP/2024, dated-11/01/2024
Date of publishing: **15/01/2024 from 6.00 p.m on htpp:// wbtenders.gov.in** Bid downloading starts from: **15/01/2024 from 6.00 p.m**
Bid Downloading ends : **29/01/2024 up to 6.00 p.m**
Last date of Bid submission: **29/01/2024 upto 6.00 p.m**
Technical Bid opening date: **01/02/2024 at 11.00 a.m**
For details logon to **htpp:// wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Rasulpur G.P. Nabagram Block

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৬_২০২৩-২০২৪, তারিখ ১৫.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার** অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডার দাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডানকুনির অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/ডানকুনির এসিসিএল কমপ্লেক্স, দমদম জংশন—ডানকুনি, রাজচন্দ্রপুর—ভট্টনগর, বেলানগর—রাজচন্দ্রপুর শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১৩,৩৩,৫৮১.৯১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০২.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-452/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

Chakdighi Gram Panchayat
Chakdighi, Jamalpur, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of development work(s) under GP area vide **NIT No.: 26/CHAK, Date: 16.01.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **16.01.2024 at 18:00 IST.** Bid Submission Closing Date (Online): **27.01.2024 up to 10:00 IST.** Date of Opening of Technical Bid: **29.01.2024 at 11:00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Chakdighi Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক ই-টেন্ডার নোটিশ

ক্র. নং	কাজের নাম	এনআইটি নং এবং তারিখ
১.	১০, মাধব দে লেন এবং নবান্ন ট্রাফিক আউটপোস্ট এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩৩ অধীন পর্যন্ত ২০০ মিটার ব্যাসের এইচডিপিই পাইপ সংস্থাপন এবং ওয়ার্ড নং ০৩, ০৮, ৪৩, ১৫, ৩৮ এবং ২৮, ২৯, ৩৭, ৪৬, ৪৮ অধীনে বিভিন্ন স্থানে কভার স্ল্যাব সহ নিকাশির নির্মাণ এবং সংস্কার এবং ওয়ার্ড নং ৪১ এবং ৫০ অধীন বিভিন্ন স্থানে নিকাশির সংস্কার এবং নির্মাণ।	WB-HMC/TN/ED/ S&D/32/2023-2024 তারিখ - ১৫.০১.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ই.ই. (এস অ্যান্ড ডি) এর বিভাগ/www.wbtender.gov.in। টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ০২.০২.২০২৪ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৪৫(৩)/২৩-২৪
১৬.০১.২৪
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পার্ক এবং বাগান), এইচএমসি, এইচএমসি অধীনে বৈদ্যুতিন কাজের জন্য ১ (একটি) টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি পরিষোধের সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিন মাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ১৫.০১.২০২৪ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০২.০২.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
২৪২(৩)/২৩-২৪
১৬.০১.২০২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS

ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No 2024_ZPHD_646885_1 to 2024_ZPHD_646885_3 and 2024_ZPHD_646919_1 are dated 17-01-2024.** Last date of tender dropping **25-01-2024 up to 10.00 A.M.** and opening date of tender **29-01-2024. 10.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or Office Notice Board.

Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 201 to 207/23-24 Dated- 16-01-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Paschim Medinipur, Purba Medinipur, Burdwan, Nadia, and Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **17-01-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **03-02-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT.

Date: 16.01.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

IMC OF GOVT. ITI HALISAHAR

e- TENDER

e-Tender (on line) vide Tender ID No - 2024_DTET_646097_1 are invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Halisahar for Supply, Testing, Installation & Commissioning of different shop Tools, Equipment & machineries for Different Trades at Govt. ITI Halisahar, Bizpur, Halisahar, Dist.: North 24 Pgs. Pin–743134 as per Tender Schedule No-A. Details information/download/upload will be available from the

website https://wbtenders.gov.in

ABRIDGED TENDER NOTICE

Sealed tender/s is/are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:-

1. **NIeT No: 01/BMS of 2023-2024, Memo No - 19/DM/2024 DT:-04.01.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **27.01.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening, date for technical proposals (On-Line) **30.01.2024 at 15.00 hrs.**
2. **NIeT No: 01 (II)/BMS of 2023-2024, Memo No 39/DM/2024 DT:-08.01.2024.** Tender Submission Closing date(On-Line) **29.01.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **01.02.2024 at 15.00 hrs.**
3. **NIeT No: 02/BMS of 2023-2024, Memo No 40/DM/2024 DT:-08.01.2024.** Tender Submission Closing date(On-Line) **30.01.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **02.02.2024 at 15.00 hrs.**
4. **NIeT No: 03/BMS of 2023-2024, Memo No 50/DM/2024 DT:-09.01.2024.** Tender Submission Closing date(On-Line) **01.02.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **05.02.2024 at 13.00 hrs.**

Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Chairman
Dubrajpur Municipality, Birbhum

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-TENDER NOTICE

1) **Name of the Work:** Construction of Guard Wall at Amrai Ruidas Para Pond near Rabindra Sangha Club within Ward No.- 12, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-353/23-24
Tender ID : 2024_MAD_646485_1 • Estimated Amount : Rs. 3,88,165/-

2) **Name of the Work:** Construction of Concrete Road at Vabani Pally near Battala within Ward No.- 23, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-354/23-24
Tender ID : 2024_MAD_646554_1 • Estimated Amount : Rs. 2,34,950/-

3) **Name of the Work:** Repairing of Concrete Road at Promod Nagar from Nemai House to Ranjit Daripa House within Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-355/23-24
Tender ID : 2024_MAD_646608_1 • Estimated Amount : Rs. 3,23,192/-

4) **Name of the Work:** Repairing of B.T Road and Drain at Nabinpally beside Sonartari Apartment within Ward No.- 15, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-356/23-24
Tender ID : 2024_MAD_646636_1 • Estimated Amount : Rs. 2,33,875/-

5) **Name of the Work:** Repairing of Bituminus Road by Premixed Carpeting with Seal Coat from J.P Avenue to National Highway at Ambagan within Ward No.- 28, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-357/23-24
Tender ID : 2024_MAD_646661_1 • Estimated Amount : Rs. 3,79,267/-

6) **Name of the Work:** Dismantling Re-Construction of Drain from Sibdas Banerjee House to National Highway Sub Lane within Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-93/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_646425_1 • Estimated Amount : Rs. 4,27,124/-

Last Date : 03rd February 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

Office Of The Block Development Officer & Sabang Panchayat Samity
Sabang :: Paschim Medinipur

Tender Notice

On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD Free (Rs)	Tender documents Rs.
2024_ZPHD_637691_1	240851.00	4817.00	400.00
2024_ZPHD_637829_1	240559.00	4811.00	400.00
2024_ZPHD_637829_2	240559.00	4811.00	400.00
2024_ZPHD_637875_1	240559.00	4811.00	400.00
2024_ZPHD_642867_1	349531.00	6991.00	500.00
2024_ZPHD_642867_2	349531.00	6991.00	500.00
2024_ZPHD_642867_3	300000.00	6000.00	400.00
2024_ZPHD_642867_4	349531.00	6991.00	500.00
2024_ZPHD_642867_5	349531.00	6991.00	500.00
2024_ZPHD_642867_6	300000.00	6000.00	400.00
2024_ZPHD_642867_7	300000.00	6000.00	400.00
2024_ZPHD_642867_8	349531.00	6991.00	500.00
2024_ZPHD_642867_10	349589.00	6992.00	500.00
2024_ZPHD_642867_11	349589.00	6992.00	500.00
2024_ZPHD_643656_1	249991.00	5000.00	400.00
2024_ZPHD_643656_2	249991.00	5000.00	400.00
2024_ZPHD_643656_3	249991.00	5000.00	400.00
2024_ZPHD_643656_4	249991.00	5000.00	400.00
2024_ZPHD_643656_5	249991.00	5000.00	400.00
2024_ZPHD_643656_6	249991.00	5000.00	400.00
2024_ZPHD_643656_7	249991.00	5000.00	400.00
2024_ZPHD_643656_8	249991.00	5000.00	400.00
2024_ZPHD_643656_9	299948.00	5999.00	400.00
2024_ZPHD_643656_10	299948.00	5999.00	400.00
2024_ZPHD_643656_11	299948.00	5999.00	400.00
2024_ZPHD_643656_12	349531.00	6991.00	500.00

Sd/- Dev. Officer & Executive Officer,
Sabang Panchayat Samity

গত বছর ব্যাংকে ছিল ১ লাখ, এক ম্যাচ জিতেই পাচ্ছেন ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম যেবার কোনো গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে খেলেছিলেন সুমিত নাগাল, প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিলেন রজার ফেদেরারকে। ২০১৯ সালের ইউএস ওপেনে প্রথম রাউন্ডের ওই ম্যাচে হারলেও প্রথম সেটটি জিতেছিলেন নাগাল। ভারতের পুরুষ টেনিসের সিঙ্গেলসের পরবর্তী তারকা ভাবা হচ্ছিল তাঁকে আগে থেকেই।

তবে নাগাল হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। আজকের আগে গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে সর্বশেষ খে লেছিলেন ২০২১ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। সেটিও ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে। প্রথম রাউন্ডে হেরে যান, পরের তিন বছর কোনো গ্র্যান্ড স্লামের মূল পর্বে খেলারই সুযোগ পাননি। কখনো বাছাইপর্বে হেরেছেন, কখনো বাধা হয়ে এসেছে চোট।

সেই নাগাল আজ ফিরিয়ে আনলেন ৩৫ বছরের পুরোনো স্মৃতি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে র্যাঙ্কিংয়ের ২৭ নম্বর ও টুর্নমেন্টের ৩১তম বাছাই কাজাখ স্তানের আলেক্সান্ডার বুবলিককে সরাসরি সেটে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি ৬-৪, ৬-২, ৭-৬ (৭/৫) গেমে। ১৯৮৯ সালের পর প্রথম কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে কোনো গ্র্যান্ড স্লামের বাছাই প্রতিপক্ষকে হারালেন ২৬ বছর বয়সী নাগাল। ভারতের ১ নম্বর ও বিশ্বের ১৩৭ নম্বর র্যাঙ্কিংয়ের সুমিত অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এবার এসেছেন বাছাইপর্ব পেরিয়েই।

সুমিতের আগে ভারতীয় কোনো খেলোয়াড়ের এমন কীর্তি ছিল রমেশ কৃষ্ণানের। ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেরই দ্বিতীয় রাউন্ডে সে সময়ের ১ নম্বর ম্যাটস ভিলান্ডারকে হারিয়েছিলেন কৃষ্ণান। তবে এ রেকর্ড ঠিক জানা ছিল না সুমিতের। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, '১০ মিনিট আগেও জানতাম না। অবশ্যই উপভোগ করছি। কারণ, এগুলো চিরস্থায়ী নয়, এর ফলে এমন মুহূর্ত উপভোগ করতে হবে।'

গত বছর নাগাল ভারতে ভাইরাল হয়েছিলেন ভিন্ন একটি কারণে। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে ৯০০ ইউরোর (১ লাখ ৭ হাজার টাকা) মতো আছে, পেশাদার টেনিস খে লোয়াড় হিসেবে জীবনযাপনই কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর। আজকের জয়ের পর দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে যাওয়া সুমিত পাবেন ১ লাখ ৮০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ ৭৩ হাজার টাকা)। ২০২৩ সালের পুরো মৌসুমের আয় থেকেই এটি বেশি তাঁর।

স্বাভাবিকভাবেই নাগালকে আবেগ ছুঁয়ে যাচ্ছে, 'বছরটা শুরু হয়েছিল চ্যালেঞ্জারে (বাছাইপর্ব) সুযোগ না পেয়ে, সেখানে বৃহস্পতিবার স্লামে (দ্বিতীয় রাউন্ডে) খেলব;আবেগঘন ব্যাপার। আমার দলের সঙ্গে অনেক খেটেছি এবং যেসবের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, সেগুলো সামলাতে পেরে আমি গর্বিত। যেভাবে চাই, সেভাবে পারফর্ম করতে পেরেও গর্বিত।'

টেনিসের স্বপ্নটা টিকিয়ে রাখতে ভারত থেকে জার্মানিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন নাগাল। মেলবোর্নে তাঁর সাফল্যের পর ভারতের টেনিস সংস্কৃতি বদলাবে বলেও আশা করেন তিনি, 'কেন সব টেনিস খেলোয়াড় ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে সুযোগ পেতে? আমাদের এই প্রশ্নটা তোলা উচিত। অবশ্যই সারা দিন বসে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তবে সহজ করে এককথায় বলতে বললে বলব;সিস্টেম বদলান। আর কিছু নয়।'

বিশাল অঙ্কের প্রাইজমানির ব্যাপারটিও এখনো হজম হয়নি তাঁর, 'অবশ্যই কাঁদছি না, তবে অবশ্যই এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। জানেন তো, অ্যাথলেট হিসেবে এসবের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। মাঝেমধ্যে আপনার ভালো একটি বছর কাটবে, মাঝেমধ্যে বাজে কাটবে।'

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে নাগালের প্রতিপক্ষ চীনের জুনচেং শাং। ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে এসে তিনি হারিয়েছেন এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের ৪২ নম্বর খেলোয়াড় যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ডকে।

রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিন ক্রিকেটারকে আমন্ত্রণ

এ বার পত্র পেলেন কোহলি-অনুষ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সচিন তেন্ডুলকর, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন আগেই। বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মার নামও শোনা গিয়েছিল আমন্ত্রিতদের তালিকায়। মঙ্গলবার তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হল আমন্ত্রণপত্র। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খে লার জন্য কোহলি রয়েছেন বেঙ্গালুরুতে। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী অনুষ্কাও। দলের হোটেলে গিয়ে তাঁদের হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রতিনিধি। কোহলি এবং অনুষ্কা আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছ'হাজারের বেশি মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে। কোহলিকে নিয়ে তিন ক্রিকেটার আমন্ত্রণ পত্র পেলেন।

এখন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ ব্যস্ত কোহলি। এর পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজরে প্রস্তুতি শুরু করবেন প্রাক্তন অধিনায়ক। আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দু'দেশের পাঁচ টেস্টের সিরিজ। তার আগে ২৩ জানুয়ারি রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

ফিফা দ্য বেস্ট জিতলেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্লিং হলান্ডের সমান পয়েন্ট পেয়েও কেন লিওনেল মেসি ফিফার 'দ্য বেস্ট' হলেন, কেন দুজনকে যৌথভাবে সেরা ঘোষণা করা হলো না, এই প্রশ্নগুলো উঠেছে।

খেলাটা যেহেতু ফুটবল, আর সেই খেলারই বর্ষসেরা নির্বাচন। তাই ফুটবলের নকআউট ম্যাচের মতোই 'টাইব্রেকার' ছিল ফিফা দ্য বেস্টে।

ফিফা দ্য বেস্টের রুলস অব অ্যালোকেশনের ১২ নম্বর ধারাতেই পরিষ্কার বলা আছে, একাধিকজনের পয়েন্ট সমান হলে কিসের ভিত্তিতে তাঁদের আলাদা করা হবে সেটি। সেখানেই বলা আছে, সেরা খে লোয়াড় নির্বাচনে মোট পয়েন্ট সমান হলে জাতীয় দলের অধিনায়কদের প্রথম পছন্দের ভোট বা ৫ পয়েন্টের ভোট যে বেশি পাবেন, তিনি ওপরে থাকবেন। সেই হিসাবেই হলান্ডের প্রায় দ্বিগুণ ভোট পেয়ে ২০২৩ সালের বর্ষসেরা হয়ে গেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

১০৭ জন অধিনায়ক বছরের সেরা খেলোয়াড়ের ভোট দিয়েছেন মেসিকে। হলান্ডকে সেরা ভেবেছেন ৬৪ জন। এমবাপ্পেকে সেরার ভোট দিয়েছেন ১৩ অধিনায়ক। দ্বিতীয় সেরার ভোটের জন্য ৩ ও তৃতীয় সেরার জন্য ১;এই হিসাবে মেসি সব মিলিয়ে অধিনায়কদের কাছ থেকে পেয়েছেন ৬৭৭ পয়েন্ট। হলান্ড পেয়েছেন ৫৫৭ পয়েন্ট, তৃতীয় হওয়া এমবাপ্পে ২৮২ পয়েন্ট।

মেসি-হলান্ড-এমবাপ্পে ছাড়াও অধিনায়কদের প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছেন আরও সাতজন। রদ্রি, বের্নার্দো সিলভা, কেভিন ডি ব্রুইনা ও ইলকায় গুনদোয়ান;এ সাতজনের চারজনই ট্রেবলজয়ী ম্যানচেস্টার সিটির। এ ছাড়া ৩৩ বছর পর নাপোলিকে সিরি'আ জেতানো দুই তারকা ভিক্টর ওসিমেন ও খিচা কাভারাস্কেইয়া এবং ইংলিশ তারকা ডেকলান রাইসও অন্তত একটি সেরা খেলোয়াড়ের ভোট পেয়েছেন।

টাইব্রেকারে কোচদের বা সংবাদমাধ্যমের ভোট হিসাব করলে মেসি নন, সেরা পুরুষ খেলোয়াড় হয়ে যেতেন হলান্ড। কোচদের বিভাগে মোট ৫৪১ পয়েন্ট পেয়েছেন সিটি তারকা। এই বিভাগে মেসি পেয়েছেন ৪৭৬ পয়েন্ট। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ভোটে মেসির চেয়ে দ্বিগুণের বেশি পয়েন্ট পেয়েছেন হলান্ড। যেখানে হলান্ডের পয়েন্ট ৭২৯, মেসির ৩১৫।

সাধারণ ফুটবল ভক্তদের ভোটে অবশ্য আবার হলান্ডের প্রায় দ্বিগুণ ভোট পেয়েছেন মেসি। ভক্তদের ৬ লাখ ১৩ হাজার ২৯৩ পয়েন্ট মেসির। হলান্ড পেয়েছেন ৩ লাখ ৬৫ হাজার পয়েন্ট।

ভোটের চার বিভাগের প্রতিটিতে যাঁরা সেরা হয়েছেন, তাঁরা পেয়েছেন ১৩ পয়েন্ট করে। দ্বিতীয় সেরারা ১১ পয়েন্ট করে ও তৃতীয় সেরারা ৯ পয়েন্ট করে পেয়েছেন। তালিকায় পরের দিকে থাকারা পেয়েছেন ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১ পয়েন্ট করে। এই চার বিভাগের পয়েন্ট যোগ করেই চূড়ান্ত হিসাব করা হয়েছে।

মারাদোনাকে খুন করা হয়েছে! অভিযোগ দিয়েগোর ছেলের, খুনিকে চেনেন বলে দাবি পুত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বড় অভিযোগ করেছেন দিয়েগো মারাদোনার ছেলে মারাদোনা জুনিয়র। তাঁর অভিযোগ, খুন করা হয়েছে তাঁর বাবাকে। কে মারাদোনাকে খুন করেছেন তা-ও নাকি জানেন জুনিয়র। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে প্রয়াত হয়েছেন মারাদোনা। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে তখ ন জানিয়েছিলেন তাঁর চিকিৎসক। এত দিন পরে খুনের অভিযোগ তুলেছেন তাঁর ছেলে।

মারাদোনার ছেলে জানিয়েছেন, বাবার খুনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন তিনি। জুনিয়র বলেন, ''তদন্ত চলছে। আর্জেন্টিনার বিচারব্যবস্থার উপর আমাদের আস্থা আছে। ওরা আমার বাবাকে খুন করেছে। খুনির নাম বলা আমার কাজ নয়। কিন্তু আমি জানি কে খুন করেছে। দোষীর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি লড়ব।''

আর্জেন্টিনার ফুটবল কিংবদন্তী মারাদোনা বেঁচে থাকার সময় বার বার বিতর্কে জড়িয়েছেন। কখনও নিজের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য, আবার কখনও মাদক সেবনের জন্য খবরের শিরোনামে থেকেছেন ১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার। এ বার তাঁর মৃত্যু নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক।

সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, সেই সময় মারাদোনার চিকিৎসা করা চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে খুনের তদন্ত চলছে। আট জনের বিরুদ্ধে খ ুনের অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও মারাদোনার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে যে স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দুই বছর নিষিদ্ধ নাসির হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুর্নীতির দায়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ছয় মাসের স্থগিত নিষেধাজ্ঞাসহ দুই বছরের জন্য বাংলাদেশের নাসির হোসেনকে নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। তাঁর বিরুদ্ধে আনা আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতিবিরোধী কোড ভঙ্গের তিনটি অভিযোগ নাসির মেনে নিয়েছেন বলে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আইসিসি।

৩২ বছর বয়সী নাসিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আইসিসি এনেছিল গত সেপ্টেম্বরে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি টি-টেন লিগে ২০২১ সালের আসরের ম্যাচে দুর্নীতির চেষ্টা করা হলেও সেটি ব্যাহত হয়;এমন জানিয়েছিল আইসিসি। নাসিরসহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল আইসিসি। তাঁদের মধ্যে একমাত্র নাসিরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ছিলেন। আজকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য শুধু নাসিরকেই নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছে আইসিসি।

দুর্নীতিবিরোধী কোডের তিনটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন নাসির। আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের নিয়োগ করা দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তার ক্ষমতাবলে আইসিসি এ অভিযোগগুলো এনেছে।

এর মধ্যে ২.৪.৩ ধারায় আছে, নাসির ৭৫০ ইউএস ডলার উপহারের রসিদ নিয়োগ করা দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তাকে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সে উপহার আইফোন ১২ মডেলের বলে জানানো হয়েছে। ২.৪.৪ ধারা অনুযায়ী, আইফোন ১২ নেওয়ার মাধ্যমের দুর্নীতির প্রস্তাব বা

আমন্ত্রণের বিস্তারিত তথ্য দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তাকে দেননি তিনি। এ ছাড়া ২.৪.৬ ধারাও ভেঙেছেন নাসির। তাতে আছে, সম্ভাব্য দুর্নীতির তদন্তে কোনো ধরনের গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা ব্যর্থ হওয়া।

আনুষ্ঠানিক শুনানিতে অংশ নেওয়ার বদলে অভিযোগগুলো মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাসির। শাস্তির শর্ত পূরণ করতে পারলে ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ফিরতে পারবেন বলে জানিয়েছে আইসিসি।

বাংলাদেশের হয়ে ১৯টি টেস্ট, ৬৫টি ওয়ানডে ও ৩১টি টি-টোয়েন্টি খেলা নাসির সর্বশেষ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। গত মে মাসে বাংলাদেশে সর্বশেষ স্বীকৃত ক্রিকেট খেলেন তিনি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে। গত আগস্টে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে ইউএস মাস্টার্স টি-টেন লিগে খে লেছিলেন নাসির, যেটি টি-টেন গ্লোবাল লিগেরই অংশ।

গত আসরে বিপিএলের অন্যতম সেরা পারফরমার ছিলেন এই অলরাউন্ডার। ঢাকা ডমিনেটরসের হয়ে তিনি ১২ ম্যাচ খেলে ৪৫.৭৫ গড়ে ৩৬৬ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ১৪.৬ গড়ে নিয়েছিলেন ১৬টি উইকেট। তবে দুর্নীতির অভিযোগ আসার পরই নিশ্চিত হয়, শুধু বিপিএল নয়, অভিযোগ থেকে মুক্তি না পেলে বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটেও খে লতে পারবেন না। এখন তো আনুষ্ঠানিকভাবেই নিষিদ্ধ হলেন তিনি।

চোখধাঁধানো গোলে পুসকাস জিতলেন তরুণ ব্রাজিলিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবলে কখনো কখনো সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে একটি মুহূর্তে। সেটি একটি ড্রিবলিং, একটি সেভ কিংবা দারুণ কোনো ট্যাকলও হতে পারে। তবে সেই দারুণ মুহূর্তগুলোর অন্যতম যে গোল করার মুহূর্ত, তা না বললেও চলে।

সারা বছর বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত, অস্বীকৃত ফুটবলে অসংখ্য গোল হয়। সেই গোলগুলোর মধ্যে একটিকে দেওয়া হয় বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার বা পুসকাস অ্যাওয়ার্ড। হাঙ্গেরির কিংবদন্তি ফুটবলার ফেরেঙ্ক পুসকাস ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে দুর্দান্ত সব গোল করার কারণেই পুরস্কারের এমন নাম বেছে নিয়েছে ফিফা।

এই পুরস্কারটি এবার উঠেছে ব্রাজিলিয়ান তরুণ গিলের্মে মাদরুগার হাতে। বোতাফোগোর এই ডিফেন্সিভ মিডফল্ডার বক্সের বাইরে থেকে চোখধাঁধানো ওভারহেড কিকে গোল করে জিতে নিয়েছেন ২০২৩ সালের জন্য বিবেচিত পুরস্কারটি। দর্শক এবং ফুটবল বিশ্লেষকদের ভোটে পুরস্কারটি জয়ের পথে তিনি পেছনে ফেলেছেন স্পোর্টিং লিসবনের নুনো সান্তোস এবং ব্রাইটনের টিনএজার হুলিও এনসিসোকে। সান্তোস লিসবনের হয়ে করেছেন দারুণ এক র্যা বোনা গোল এবং এনসিসোর গোলটি ছিল দলগত প্রদর্শনীর পর বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া নিঁখুত শটের গোল।

ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মাদরুগার অবশ্য গোল করার তেমন অভ্যাস নেই। পাঁচ বছরের ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে করেছেন মাত্র ৭ গোল। এমনকি ব্রাজিলিয়ান লিগের সিরি বিতে বোতাফোগোর হয়ে নোভোরিজোনতিনোর বিপক্ষে করা গোলটিই ছিল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সময়ে করা তাঁর একমাত্র গোল। অথচ সেই গোলটিই কি না মাদরুগার হাতে তুলে দিল সারা জীবন মনে রাখার মতো এক পুরস্কার।

সেদিন বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে গিয়েছিল বোতাফোগো। বক্সের ভেতর থেকে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় হেডে বল ক্লিয়ার করলে সেটি বক্সের বাইরে চলে আসে। এরপর বল মাটিতে পড়ার আগে লেগে থাকা মার্কারকে ছিটকে সেখান থেকেই ওভারহেড কিক নেন মাদুরগা। গোলরক্ষক পিছিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলের নাগাল পাননি। আর আকস্মিক করা এই গোলটিই মাদরুগার হাতে তুলে দিয়েছে বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার। এদিন পুরস্কার হাতে মঞ্চে এসে আবেগাপ্লুত হয়েছেন এই তরুণ ব্রাজিলিয়ান।

নিজের পুরস্কার জেতার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'ম্যাচের পর আমি গোলের ভিডিওটি আবার দেখি এবং তখন আমি বুঝতে পারি যে কী করেছি। আমার ভাই এবং আমি একে অপরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি তাকে বলেছি, তভাই, এটা কি আমিই করেছি?দ'

কোপা আমেরিকা পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বছর অন্তত কোপা আমেরিকা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন লিওনেল স্কালোনি। গতকাল এই খ বর জানিয়েছে আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। কোপা আমেরিকা আগামী ২০ জুন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে শেষ হবে ১৪ জুলাই। আর্জেন্টিনা এই টুর্নামেন্টে শিরোপা ধরে রাখার লড়াই করবে।

কোপা আমেরিকার আগে চীনে প্রীতি ম্যাচে আছে আর্জেন্টিনার। একটি ইউরোপিয়ান দল এবং স্বাগতিক চীনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এসব ম্যাচ নিয়েই কথা বলার জন্য স্কালোনির সঙ্গে বসেছিলেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া।

এই বৈঠকের পরই জানা গেছে, অন্তত কোপা আমেরিকা পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কোচ পদে থাকবেন

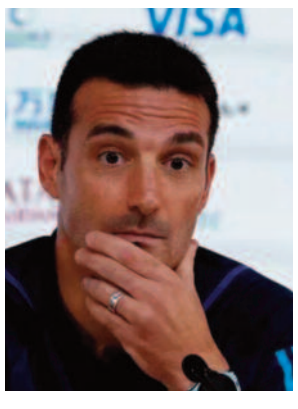

স্কালোনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ ব্যাপারে মন্তব্যের জন্য এএফএর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

স্কালোনির কোপা আমেরিকা পর্যন্ত কোচ পদে থাকার ব্যাপারটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের সাংবাদিক গাস্তন এদুল, 'লিওনেল স্কালোনি আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গেই থাকবেন এবং কোপা আমেরিকা পর্যন্ত কোচিং করাবেন। নিশ্চিতভাবেই আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি নিশ্চিত করা হবে।'

গত নভেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলকে হারানোর পর সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছিলেন স্কালোনি, 'এভাবে জয়ের পথে থাকা এবং সেটা চালিয়ে যাওয়া জটিল ব্যাপার।'

৪৫ বছর বয়সী স্কালোনি ২০১৮ সালে আর্জেন্টিনা কোচের দায়িত্ব নেন। ২০২১ সালে তাঁর হাত ধরে কোপা আমেরিকা জেতে আর্জেন্টিনা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের পর সেটি ছিল আর্জেন্টিনার প্রথম বড় শিরোপা জয়। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে কাতারে স্কালোনির হাত ধরে বিশ্বকাপও জিতে নেয় আর্জেন্টিনা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**